আল-কুরআনে জিহাদ

মাওলানা মাসউদ আযহার

আল-কুরআনে জিহাদ

আল-কুরআনে জিহাদ

সংকলন
মাওলানা মাসউদ আযহার

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

সম্পাদনা
মনযূর আহমাদ

আবাবীল পাবলিকেশন্স

আল-কুরআনে জিহাদ

সংকলন
মাওলানা মাসউদ আযহার

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

সম্পাদনা
মনযূর আহমাদ

প্রকাশক
মাওলানা আবদুল করীম
চেয়ারম্যান, আবাবীল পাবলিকেশন্স
১৩/১, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
জুলাই-২০০৩

(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

কম্পিউটার মেকআপ
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
আশ্-শামস্ কম্পিউটার

মুদ্রণ
কালার সিটি

গ্রাফিক্স
কালার ক্রিয়েশন

মূল্য ঃ আশি টাকা মাত্র

AL-QUR'ANE JEHAD : BY MAULANA MAS-UD AJHAR. PUBLISHED BY MAULANA ABDUL KARIM, ABABIL PUBLICATIONS, 13/1, KARKONBARI LANE, DHAKA-1100. 1ST EDITION : JULY 2003.

PRICE : TAKA 80.00 ONLY

প্রকাশকের কথা

জিহাদ ইসলামের শিখরচূড়া এবং দ্বীন ও ঈমানের রক্ষাকবচ। পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় হল জিহাদ। বিজ্ঞজনদের মতে, কুরআনে জিহাদ বিষয়ক আয়াত সংখ্যা চারশত এগার। এই চারশত এগারটি আয়াতে আল্লাহ পাক কিতাল, জিহাদ, নাফীর ও ফী-সাবীলিল্লাহ পরিভাষা দ্বারা জিহাদের কথা বলেছেন। এ আয়াতগুলোতে জিহাদের যেসব দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাহল–

১. জিহাদের অনুমতি প্রদান ও ফরজিয়াত ঘোষণা।
২. জিহাদের বিধি-বিধান বর্ণনা। যেমন- মালে গনীমত, মালে ফায়, কসর নামায, ভয়কালীন নামায, সন্ধি-চুক্তি এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কের ধরন ও রণাঙ্গনের বিধি-বিধান ইত্যাদি।
৩. জিহাদের কাহিনী। যেমন- পূর্ববর্তী উম্মতদের জিহাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, বদর, ওহুদ, আহযাব, বনু কুরায়জা, বনু নাজীর, সুলহে হুদায়বিয়া, হুনাইন যুদ্ধ ও মক্কাজয়ের ঘটনা।
৪. জিহাদ ও মুজাহিদের ফযীলত।
৫. শহীদের মর্যাদা।
৬. জীবন ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান।
৭. জিহাদ পরিত্যাগ করার শাস্তির ঘোষণা।
৮. জিহাদের প্রতি অনীহা ও অবহেলা সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোকপাত।
৯. জিহাদের প্রস্তুতি এবং
১০. জিহাদে সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত।

এই চারশত এগার আয়াতের অধিকাংশ-ই এমন যে, সেগুলোতে সরাসরি জিহাদ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রতিটি আয়াতেই জিহাদের কোন না কোন দিক উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কিছু আয়াত এমন রয়েছে যে, পূর্বাপর আয়াত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে সেগুলোকে জিহাদের আয়াত বলে মনে হয় না। কিন্তু সেগুলোও জিহাদের আয়াতের সঙ্গে নাযিল হয়েছে এবং সেগুলোকে জিহাদের আয়াত থেকে বাদ দিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তবে এ জাতীয় আয়াতের সংখ্যা খুবই কম।

আল-কুরআনের জিহাদ বিষয়ক সবক'টি আয়াত মাদানী– তথা নবীজী (সাঃ)-এর মদীনা হিজরতের পর অবতীর্ণ। এর তাৎপর্য হল, জিহাদ ফরজই হয়েছে নবীজীর মদীনা হিজরতের পর। হিজরতের আগে নবীজীর মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে জিহাদ ফরজ ছিল না। তবে মাক্কী– তথা হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ বিভিন্ন সূরায়ও 'জিহাদ' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু কোন মাক্কী সূরার কোথাও 'জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়নি। মাক্কী সূরায় 'জিহাদ' ব্যবহৃত হয়েছে শাব্দিক অর্থে। 'জিহাদ'-এর শাব্দিক অর্থ পরিশ্রম করা, কষ্ট করা, বাধ্য করা ও চাপ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। শাব্দিক অর্থে জিহাদের এই প্রয়োগ তেমন, যেমন 'সালাত'-এর ব্যবহার। সালাত-এর একটি পারিভাষিক অর্থ আছে। অর্থাৎ আমরা 'নামায' বলতে যা বুঝি, পারিভাষিক অর্থে তা-ই সালাত। সালাতের শাব্দিক অর্থ দু'আ, রহমত ও নবীজী (সাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করা। দরূদ এক জিনিস, নামায আরেক জিনিস। দরূদের ফযীলত এক, নামাযের ফযীলত আরেক। অথচ, শব্দের দিক থেকে দুটোই এক। সালাত-এর এই শাব্দিক ও পারিভাষিক দুই অর্থের কারণে দরূদ ও নামাযকে গুলিয়ে ফেলার যেমন অবকাশ নেই, তেমনি জিহাদকে শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থে একাকার করে ফেলারও সুযোগ নেই।

কুরআনের এই চারশত এগার (সংকলনে আয়াত সংখ্যা ১/২টি কমও হতে পারে) আয়াতের সংকলন 'আল-কুরআনে জিহাদ'। সূরার ধারাবাহিকতা ভিত্তিক আয়াতগুলো সংকলন করার পরিশ্রম স্বীকার করেছেন উর্দূভাষী স্বনামখ্যাত মজলুম মুজাহিদ মাওলানা মাসউদ আযহার। আয়াতগুলোর সহজ-সরল বাংলা তরজমা করেছেন মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন। বইটিতে আয়াতের তরজমার পাশাপাশি স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছে। তবে বিষয়ের উপর এটি প্রথম ও প্রাথমিক বই বিবেচনা করে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় হাত দেয়া হয়নি। আল্লাহ আমাদের এই মেহনতকে কবুল করুন। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লাবিল্লাহ।

বিনীত

মাওলানা আবদুল করীম

চেয়ারম্যান, আবাবীল পাবলিকেশন্স

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরাতুল বাকারা	
শহীদকে মৃত বল না	১৫
রণাঙ্গনে দৃঢ়পদ থাকার পুরস্কার	১৫
তারা যুদ্ধ করলে তোমরাও যুদ্ধ কর	১৬
ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না কাফিরদের প্রভাব নিঃশেষ হয়	১৬
সীমা অতিক্রমের প্রতিশোধ	১৭
জিহাদ ত্যাগ করে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ কর না	১৭
যুদ্ধ করা ফরয	১৭
যতদিন দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন কাফিররা তোমাদের মোকাবেলা করে যাবে	১৮
মুজাহিদ মুহাজিরগণ আল্লাহ'র রহমতের প্রত্যাশী	১৮
মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পলায়নকারী	১৯
আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ কর এবং অর্থ ব্যয় কর	২০
পূর্বকালের উম্মতের জিহাদ বিষয়ক এক শিক্ষণীয় ঘটনা	২০
জিহাদ না থাকলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যাবে ঃ জিহাদ আল্লাহ'র রহমত	২২
আল্লাহ'র পথে ব্যয় করার ফযীলত	২৩
দান-সদকা মুজাহিদদেরও প্রাপ্য	২৩
শত্রুর উপর জয়লাভ করার দু'আ	২৪
সূরা আলে ইমরান	
কাফিররা পরাজিত হবে ঃ বদর যুদ্ধে আল্লাহ পাকের সাহায্য	২৫
পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদার কারণ 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'	২৫
যুদ্ধ করে কাফিররা মুমিনদের কোন ক্ষতি করতে পারে না	২৬
কাফিরদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ কর না; ওরা মুমিনদের দুশমন	২৬
বদর যুদ্ধের কিছু ঈমান-আলোকিত ঘটনা এবং অহুদ যুদ্ধের বিবরণ	২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিরাশ হয়ো না, বিজয় তোমাদেরই; যদি তোমরা মুমিন হও	২৯
তোমরা কি মনে কর, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে?	৩০
প্রত্যেকে তার নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুবরণ করবে	৩০
বিগত জাতিসমূহের নবীগণ ও তাদের আল্লাহওয়ালা সাথীরা কিভাবে জিহাদ করতেন?	৩১
অহুদ যুদ্ধের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী	৩১
কাফিরদের কথায় জিহাদ ত্যাগ কর না ঃ আল্লাহ'র রাহে মৃত্যুবরণ করা বা শহীদ হওয়া বিরাট নেয়ামত	৩৪
জিহাদের আমীরের গুণাবলী	৩৪
নবী গনীমতের মালে খেয়ানত করতে পারেন না	৩৫
অহুদের যুদ্ধ মুসলমানদের ঈমানের পরীক্ষা ছিল তাই বিরুদ্ধবাদীরা বিভিন্ন বাহানা তালাশ করতে শুরু করে	৩৬
শহীদদেরকে মৃত বল না, তারা জীবিত; তারা আনন্দ-উল্লাসে রয়েছেন	৩৭
আঘাতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত, তবুও সাহাবা কিরাম দুশমনের পিছনে ছুটে চলেছেন	৩৭
হিজরত ও জিহাদের ফযীলত	৩৮
জিহাদে অবিচল ও সদা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ	৩৯

সূরা নিসা

শহীদদের মর্যাদা	৪০
নিজেদের হেফাজত ও আত্মরক্ষার খুব খেয়াল রাখবে	৪০
হে মুসলমানগণ! তোমাদের মাঝে জিহাদ থেকে পলায়নকারী কিছু মুনাফিকও মু'মিনের বেশে আত্মগোপন করে রয়েছে	৪০
মুজাহিদদের জন্য সর্বাবস্থায় মহাপুরস্কার রয়েছে; সুতরাং তোমরা জিহাদ কর	৪১
তোমাদের কী হল, তোমরা কেন মজলুমদের পক্ষে যুদ্ধ করছ না!	৪১
মানুষ ও মৃত্যুর ভয়ে যারা জিহাদ ছেড়ে দেয়, তারা জেনে নাও, মৃত্যু সব জায়গায় পৌঁছবে-ই	৪২
শান্তি ও যুদ্ধের সংবাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে না ছড়িয়ে দায়িত্বশীলদের জানান উচিত	৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
তুমি নিজেও জিহাদ কর এবং মু'মিনদেরকেও এই মহৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত কর ঃ রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ'র নির্দেশ	৪৩
যে কাফির উপরে উপরে বন্ধুত্ব দেখায় এবং তলে তলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ	৪৪
যাচাই না করে কোন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ কর না	৪৬
যারা জিহাদ করে না, তারা মুজাহিদদের সমান নয়	৪৬
জিহাদের সফরে নামায কসর করতে হবে	৪৭
যুদ্ধ চলাকালে নামায পড়ার নিয়ম	৪৭
শত্রুর সন্ধানে তোমরা সাহস হারিও না	৪৮
মুজাহিদদের সাথে মুনাফিকদের আচরণ	৪৯
সূরা মায়িদা	
কাফিরদের দমন করা আল্লাহ'র অনুগ্রহ	৫০
বনী ইসরাইল-এর জিহাদ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন এবং আল্লাহ'র পক্ষ থেকে তার শাস্তি	৫০
তাক্ওয়া ও জিহাদ সফলতার চাবিকাঠি	৫২
মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হলে ইহুদী-খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী মুনাফিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে	৫২
তোমরা দ্বীন থেকে ফিরে গেলে আল্লাহ তোমাদের স্থলে তাঁর এমন প্রিয় বান্দাদের নিয়ে আসবেন, যারা হবে নির্ভীক মুজাহিদ	৫৩
সূরা আনফাল	
গনীমতের চিন্তা ত্যাগ কর, সাচ্চা মুমিন ও মুজাহিদ হয়ে যাও ঃ মুজাহিদদের প্রতি আল্লাহ পাকের নির্দেশ	৫৫
বদর যুদ্ধের ঈমানদীপ্ত ঘটনাপুঞ্জ এবং মুজাহিদদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের ধরন	৫৬
হে মুমিনগণ! তোমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পিঠ দেখিয়ে পলায়ন কর না	৫৮
হে মুজাহিদগণ! জিহাদে কাফিরদেরকে তোমরা হত্যা করছ না; আল্লাহ নিজে তাদেরকে হত্যা করে থাকেন	৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরাজিত কাফিরদের উদ্দেশে	৫৯
জিহাদেই তোমাদের জীবন নিহিত	৬০
জিহাদ চলাকালে খেয়ানত থেকে সর্বোতভাবে বেঁচে থাক এবং নিজের সম্পদ ও সন্তানের খাতিরে জাতীয় স্বার্থ বিনষ্ট কর না	৬১
হে মুসলমানগণ! কাফিররা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে বিপুল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে; কিন্তু পরে আফসোস করবে	৬২
ওহে কাফিরগণ! তোমরা ফিরে এস, অন্যথায়.....	৬৩
সমগ্র পৃথিবী যতক্ষণ না আল্লাহ'র নির্দেশের সামনে মাথা নত করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ'র পথে লড়াই করতে থাক	৬৩
গনীমতের সম্পদ বন্টনে আল্লাহ'র বিধান	৬৪
বদর যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের ধরন	৬৫
হে মুজাহিদগণ! তোমরা দৃঢ়পদে লড়াই কর এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ কর	৬৬
হে মুজাহিদগণ! অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে তোমরা বিরত থাক; অন্যথায় সাহসহারা ও দুর্বল হয়ে পড়বে	৬৬
শয়তান তার বন্ধুদের ধোঁকা দিয়েছে	৬৭
হে মুসলমানগণ! তোমরা জিহাদের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ কর	৭০
সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে	৭১
মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর	৭২
বদর যুদ্ধে বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করার ব্যাপারে সাবধান বাণী	৭২
দারুল হরবে অবস্থানরত মুসলমানদের বিধান	৭৪

সূরা তাওবা

জাযীরাতুল আরব থেকে কুফর ও শিরক নির্মূলের ঘোষণা ঃ মুশরিকদের সর্বশেষ সুযোগ প্রদান এবং যুদ্ধ ও শান্তির মূলনীতি	৭৬
মুশরিকদের ভয় কর না; ভয় কর একমাত্র আল্লাহকে আর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর	৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহ'র পথে লড়াই করার ছয় উপকারিতা	৮০
জিহাদে বের হয়ে ঈমানের প্রমাণ দাও	৮০
আল্লাহ'র নিকট জিহাদের সমান অন্য কোন আমল নেই	৮১
পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঘর-বাড়ি যেন জিহাদের পথে প্রতিবন্ধক না হয়	৮২
জিহাদে কখনো নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও শক্তির গৌরব কর না ঃ হুনাইন যুদ্ধের ঈমানদীপ্ত কাহিনী	৮২
জাযীরাতুল আরব-এর ফেতনামুক্ত হওয়ার ঘোষণা ঃ মুশরিকরা পংকিলতার স্তূপ	৮৩
আহলে কিতাব কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর; যতক্ষণ না তারা অবনত মস্তকে জিযিয়া প্রদান করে	৮৪
ইসলাম এসেছে বিজয়ী হওয়ার জন্য ঃ মুখের ফুৎকারে তাকে নির্বাপিত করা যাবে না	৮৫
আল্লাহ'র পথে অধিক পরিমাণ সম্পদ ব্যয় কর; অন্যথায় এই সম্পদ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে	৮৫
তোমরা মুশরিকদের সঙ্গে সর্বাত্মক লড়াই কর, যেমনি তারা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করছে	৮৬
যারা জিহাদ না কর, তাহলে তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবে	৮৭
ইচ্ছা হোক আর না হোক, হালকা হও আর ভারী হও; সর্বাবস্থায়-ই জিহাদে বের হতে হবে	৮৮
মুনাফিকদের জিহাদ থেকে পলায়ন করার বাহানা এবং পবিত্র কুরআনের ঘোষণা	৮৮
জিহাদে বের হওয়ার নিয়ত থাকলে তারা তার প্রস্তুতি গ্রহণ করত	৮৯
তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হত, তবে তারা ফেতনাই ছড়াত ঃ	
জিহাদ থেকে পলায়নকারী মুনাফিকদের বিস্তারিত বিবরণ	৯০
যাকাতের সম্পদে মুজাহিদদেরও অধিকার রয়েছে	৯৩
হে নবী! তুমি জিহাদ কর কাফির ও মুনাফিকদের সঙ্গে	৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
তাবুক যুদ্ধের সময় নবী কারীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র	৯৪
তাবুক যুদ্ধের সময় মুনাফিকদের আপত্তিকর কর্মতৎপরতা	৯৫
মুনাফিকরা বসে রইল নারীদের সঙ্গে ঃ পক্ষান্তরে সৌভাগ্যবানরা অভিযানে বের হয়ে ছিনিয়ে এনেছে সাফল্য	৯৭
প্রকৃত মা'জুর কারা, কাদের উপর জিহাদ ফরজ নয়?	৯৭
জিহাদ পরিত্যাগকারী মুনাফিকরা ছলছুতা দেখিয়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারবে ঠিক, কিন্তু আল্লাহকে রাজি করতে পারবে না	৯৮
ইসলামের শত্রু খৃষ্টান ও মুনাফিকদের যৌথ সামরিক ষড়যন্ত্র– যাকে ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে	৯৯
প্রকৃত অনুশোচনা কাজে এসেছে ঃ মহান আল্লাহ তাওবা কবুল করে নিয়েছেন	১০১
হে মানবজাতি! তোমরা নিজেদের জীবনকে আল্লাহ'র রাসূলের জীবন অপেক্ষা প্রিয় মনে কর না ঃ জিহাদের প্রতিটি পদক্ষেপে-ই সাওয়াব লাভ হয়	১০৩
জিহাদ ফরজে আইন না হলে সকলে অভিযানে বের হবে না	১০৩
সর্বাগ্রে নিকটের কাফিরদের সঙ্গে লড়াই কর	১০৪

সূরা আল-হাজ্জ

মজলুমদের লড়াই করার অনুমতি লাভ ও জিহাদের হেকমত	১০৫
শহীদের ফযীলত	১০৬
জিহাদের হক আদায় কর	১০৭

সূরা আহযাব

গায্ওয়া আহযাব-এর ঈমানদীপ্ত কাহিনী ঃ কুরআন মাজীদ-এর ভাষ্য	১০৮
মুনাফিক ও গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তাহলে–	১১২

সূরা মুহাম্মাদ

যুদ্ধনীতি ঃ বন্দী করার অনুমতি	১১৩
তোমরা যদি আল্লাহ'র সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ঃ আল্লাহ তোমাদের মাওলা, কাফিরদের কোন মাওলা নেই	১১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হলে মুনাফিকদের উপর মৃত্যুর বিভীষিকা নেমে আসে	১১৫
সাহস হারিয়ে সন্ধির প্রতি ধাবিত হয়ো না এবং আল্লাহ'র পথে সম্পদ ব্যয়ে কৃপণতা কর না	১১৮
সূরা ফাত্হ	
জিহাদের বায়'আত, জিহাদের কাহিনী, জিহাদ ত্যাগ করার পরিণতি ও মুজাহিদদের জন্য সুসংবাদ	১২০
সূরা হুজুরাত	
যাচাই না করে কোন ফাসিকের সংবাদে বিশ্বাস কর না এবং এমন সংবাদের ভিত্তিতে কারো উপর আক্রমণ কর না	১২৯
মুসলমানদের পরস্পরে যদি লড়াই বেঁধে যায়, তাহলে তাদের মাঝে মিটমাট করে দাও; মিটমাট করা না গেলে মজলূমের পক্ষে লড়াই কর	১২৯
মুজাহিদগণ-ই সত্যনিষ্ঠ	১৩০
সূরা হাদীদ	
যারা মক্কা বিজয়ের আগে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা পরবর্তীদের তুলনায় উচ্চ ঃ আল্লাহ'র পথে ব্যয় করার ফযীলত	১৩১
সিদ্দীক ও শহীদদের জন্য নূর থাকবে	১৩২
আমি হিদায়াতের জন্য কিতাব ও জিহাদের জন্য লোহা দান করেছি	১৩২
সূরা মুজাদালা	
যারা ইসলামের খাতিরে রক্ত সম্পর্ক পর্যন্ত ত্যাগ করে, তারা আল্লাহ'র দলের মানুষ; তারা সফলকাম	১৩৩
সূরা হাশ্র	
গায্ওয়া বনু নাযীর-এর কাহিনী ঃ পবিত্র কুরআন-এর ভাষ্য	১৩৪
মালে ফায়-এর শরয়ী বিধান	১৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
গায্ওয়া বনু নাযীরে মুনাফিকদের ভূমিকা	১৩৭
সূরা মুমতাহিনা	
মক্কার মুশরিকদের ব্যাপারে কতিপয় বিশেষ আইন ঃ সত্যিকার মুজাহিদ হলে তোমরা সেইসব বিধান পালন করে চল	১৩৯
সূরা আস-সফ	
আল্লাহ'র নিকট প্রিয় আমল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ	১৪৩
এই দ্বীন বিজয়ী হওয়ার জন্য এসেছে	১৪৩
জিহাদ একটি লাভজনক ব্যবসা ঃ তার মুনাফা উভয় জগতেই পাওয়া যাবে ঃ তোমরা মুমিনদের সাহায্যকারী হও	১৪৪
সূরা তাহরীম	
কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ও কঠোর হওয়ার নির্দেশ	১৪৫
সূরা আদিয়াত	
মহান আল্লাহ'র মুজাহিদদের ঘোড়ার শপথ	১৪৬
সূরা নাস্র	
বিজয়ের পর মুজাহিদদের করণীয় কী?	১৪৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সূরাতুল বাকারা

এ সূরায় সরাসরি জিহাদ বিষয়ক আয়াত সংখ্যা ২৫

শহীদকে মৃত বলো না

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

আর যারা আল্লাহ'র পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।

– আয়াত ঃ ১৫৪

রণাঙ্গনে দৃঢ়পদ থাকার পুরস্কার

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং (আসল) সৎ কাজ হল, ঈমান আনবে আল্লাহ'র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাগণের উপর এবং সমস্ত নবী ও রাসূলগণের উপর। আর সম্পদ দান করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুককে ও দাস মুক্তির কাজে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী। তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই মুত্তাকী। – আয়াত ঃ ১৭৭

তারা যুদ্ধ করলে তোমরাও যুদ্ধ কর

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ

আর যুদ্ধ কর আল্লাহ'র পথে তাদের সঙ্গে, যারা যুদ্ধ করে তোমাদের সঙ্গে। তবে কারো প্রতি বাড়াবাড়ি কর না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

আর তাদেরকে হত্যা কর, যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছিল তোমাদেরকে। ফেতনা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই কর না মসজিদুল হারামের নিকটে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফিরদের শাস্তি।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তারা (কাফিররা) যদি (কুফর থেকে) বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। – আয়াত ঃ ১৯০-১৯২

ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতক্ষণ না কাফেরদের প্রভাব নিঃশেষ হয়

وَاقْتُلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার (শিরক ও মুশরিকদের মোড়লিপনা ও অশুভ প্রভাবের) অবসান হয় এবং একমাত্র আল্লাহ'র হুকুম বলবৎ হয় (ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়)। অতঃপর তারা যদি নিবৃত্ত হয়ে যায়, তাহলে জালিমরা ব্যতীত কারো উপর কোন কঠোরতা নেই। – আয়াত ঃ ১৯৩

সীমা অতিক্রমের প্রতিশোধ

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। (অর্থাৎ– কাফিররা গত বছর সম্মানিত মাসের তোয়াক্কা করেছিল না। তাই এ বছর সেই মাসে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পার)। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুত, যারা তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা তাদের উপর বাড়াবাড়ি কর, যতটুকু তারা বাড়াবাড়ি করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা মুত্তাকী, আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন। – আয়াত ঃ ১৯৪

জিহাদ ত্যাগ করে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ কর না

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

আর ব্যয় কর আল্লাহ'র পথে এবং (জিহাদ ত্যাগ করে) নিজের জীবনকে ধ্বংসের প্রতি নিক্ষেপ কর না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহ কারীদেরকে ভালবাসেন।
– আয়াত ঃ ১৯৫

যুদ্ধ করা ফরয

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ

যুদ্ধ করা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। তোমাদের কাছে হয় তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে তা অকল্যাণকর। বস্তুত, আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। – আয়াত ঃ ২১৬

যতদিন দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন কাফিররা তোমাদের মোকাবেলা করে যাবে

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ
قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ
كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ
اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى
يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ
اسْتَطَاعُوْا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ
عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ
النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

লোকেরা তোমাকে সম্মানিত মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা মস্ত বড় পাপ। আর আল্লাহ'র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফ্‌রী করা, মসজিদে হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা আল্লাহ'র নিকট তার চেয়েও বড় পাপ এবং ফেতনা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও জঘন্য। বস্তুত, তারা সর্বদা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হল জাহান্নামী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।

– আয়াত ঃ ২১৭

মুজাহিদ মুহাজিরগণ আল্লাহ'র রহমতের প্রত্যাশী

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ
هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

আর যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহ'র পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ'র রহমতের প্রত্যাশী। আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময়। – আয়াত ঃ ২১৮

মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পলায়নকারী

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল (পালিয়েছিল)? তারা ছিল হাজার হাজার। আল্লাহ তাদেরকে বললেন, মরে যাও (তারা মরে গেল)। তারপর তিনি তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক (আল্লাহ'র অনুগ্রহের) শোকর করে না। – আয়াত ঃ ২৪৩

এ আয়াতে পূর্বকালের বনী ইসরাইলের এক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তারা সংখ্যায় ছিল দশ হাজারের মত। যারা তাদের এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবের ভয়ে অন্যত্র পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা বাঁচতে পারেনি। তারা একত্রে একস্থানে মৃত্যুর শিকারে পরিণত হয়েছিল।

আলোচ্য প্রসঙ্গে এ ঘটনার উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছেন, মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে বিরত থাকলে বা পালিয়ে গেলে যে মৃত্যু থেকে বাঁচা যাবে তা নয়, বরং নির্ধারিত সময়ে সকলের মৃত্যু অবধারিত। এই অবধারিত মৃত্যু থেকে কেউ পালিয়ে রক্ষা পাবেনা।

আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ কর এবং অর্থ ব্যয় কর

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

তোমরা আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রাখ, আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছু শুনেন।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

এমন কে আছে, যে আল্লাহকে ঋণ দেবে, উত্তম ঋণ; আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন? আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তারই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে। – আয়াত ঃ ২৪৫

পূর্বকালের উম্মতের জিহাদ বিষয়ক এক শিক্ষণীয় ঘটনা

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَاۤئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ

মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাইলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন রাজা নির্ধারিত করে দিন, যাতে আমরা আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ করতে পারি? নবী বলল, তোমাদের ব্যাপারে কি এমন ধারণা করা যায় যে, যদি তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ'র পথে লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে! অবশেষে যখন যুদ্ধের বিধান দেয়া হল, তখন অল্প কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই পিছনে সরে গেল। আর আল্লাহ জালিমদের ভাল করেই জানেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاۤءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

তাদেরকে তাদের নবী বলল, আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্য রাজা (আমীর) নির্ধারণ করেছেন। তারা বলল, তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন (কর্তৃত্ব) চলবে আমাদের উপর! নেতৃত্বের জন্য তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী এবং সে তো আর্থিকভাবেও অস্বচ্ছল। নবী বলল, আল্লাহ তোমাদের জন্য তাকে (আমীর) মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহে (আল্লাহ) প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, তাকেই তাঁর রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ হলেন প্রাচুর্যময়, সব বিষয়ে অবগত।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ
أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ
سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا
تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ
تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي
وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا
مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا
مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ
هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا
لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ
وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ
مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ
غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

বনী ইসরাইলকে তাদের নবী আরো বলল, তার রাজা হওয়ার চিহ্ন হল, ফেরেশতারা তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক বয়ে আনবে। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে।

তারপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হল, তখন সে (সৈন্যদেরকে) বলল, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে, সে আমার দলের নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের এক আঁজলা পান করবে, তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবেনা। তারপর কয়েকজন ছাড়া সবাই পানি পান করল। পরে তালুত যখন তা পার হল এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার (তিনশত তের জন) তখন তারা বলতে লাগল, জালুত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। (একথা শুনে) যাদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ'র সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, বহু ক্ষুদ্র দল আল্লাহ'র হুকুমে বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

আর যখন (ঈমানদার) তালুত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ আর আমাদের সাহায্য কর কাফির জাতির (তালুতের) বিরুদ্ধে। – আয়াত ঃ ২৪৬-২৫০

জিহাদ না থাকলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যাবে
জিহাদ আল্লাহ'র রহমত

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

পরিশেষে ঈমানদারগণ আল্লাহ'র হুকুমে জালুত বাহিনীকে পরাজিত করল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব ও হেকমত দান করলেন এবং যা ইচ্ছা করলেন, তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে আরেক দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহশীল। (এ জন্যে তিনি জিহাদের বিধান দিয়ে অন্যায় অনাচার দূর করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দিয়েছেন।)

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

এগুলো আল্লাহ'র আয়াত, যা তোমাকে আমি যথাযথভাবে শুনিয়ে দিচ্ছি। আর নিশ্চয় তুমি রাসূলদের একজন। – আয়াত ঃ ২৫১-১৫২

আল্লাহ'র পথে ব্যয় করার ফযীলত

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

যারা আল্লাহ'র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ; যেমন একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে। প্রতিটি শীষে একশ' করে দানা আছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার সাওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَايُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

যারা আল্লাহ'র পথে নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর সেই ব্যয় করা সম্পদের কথা (মানুষের কাছে) বলেও বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না; তাদের জন্য তাদের রব-এর নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

– আয়াত ঃ ২৬১-২৬২

দান-সদকা মুজাহিদদেরও প্রাপ্য

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

দান-সদকা সেই অভাবগ্রস্তদেরও প্রাপ্য, যারা আল্লাহ'র পথে (জিহাদের কাজে) এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে যে, তারা (জীবিকার সন্ধানে) ঘুরে বেড়াতে পারে না। হাত পেতে চায় না বলে অজ্ঞরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। লক্ষণ দেখেই তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে প্রার্থনা করে না। তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

– আয়াত ঃ ২৭৩

শত্রুর উপর জয়লাভ করার দু'আ

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا
اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْ
عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
تُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَا بِهٖ
وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا
اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুল করি, তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের উপর আমাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাবেন না। আপনি আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক, কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপনি আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন।

– আয়াত ঃ ২৮৬

এ ছাড়াও সূরা বাকারার ৩৬, ৮৯, ১০৯ ও ২১৪ নং আয়াতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ৩৬ নং আয়াতে কুফর ও ইসলামের মাঝে চির শত্রুতার প্রতি, ৮৯ নং আয়াতে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে জিহাদের বিধানের প্রতি, ১০৯ নং আয়াতে জিহাদ ফরয হওয়ার প্রতি এবং ২১৪ নং আয়াতে কাফিরদের বিরুদ্ধে মুমিনদের উপর আল্লাহ'র রহমতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

সূরা আলে ইমরান

এ সূরায় সরাসরি জিহাদ বিষয়ক আয়াত সংখ্যা ৫৫

কাফিররা পরাজিত হবে ঃ বদর যুদ্ধে আল্লাহ পাকের সাহায্য

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

যারা কুফরী করে, তুমি তাদেরকে বলে দাও, তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ

দু'টি দলের মুখোমুখি সংঘাতে নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে। একদল লড়াই করছিল আল্লাহ'র পথে আর অপর দল ছিল কাফির। কাফিররা চোখের দেখায় মুসলমানদের দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর সাহায্য দ্বারা শক্তি দান করেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। – আয়াত ঃ ১২-১৩

পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদার কারণ 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ

তোমরা-ই শ্রেষ্ঠ উম্মত; মানবজাতির কল্যাণে (জগতে) তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ প্রদান করবে, অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস রাখবে। আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনত, তাহলে তা অবশ্যই তাদের জন্য

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

ভাল হত। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুমিন রয়েছে। তবে অধিকাংশই ফাসিক। – আয়াত ঃ ১১০

যুদ্ধ করে কাফিররা মুমিনদের কোন ক্ষতি করতে পারে না

لَن يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ

সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে; অতঃপর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

আল্লাহ'র প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ছাড়া ওদেরকে যেখানেই পাওয়া গেছে, সেখানেই ওরা লাঞ্ছিত হয়েছে। ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহ'র গজব। ওদের উপর হীনতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তা এজন্যে যে, ওরা আল্লাহ'র আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এর কারণ হল, তারা আল্লাহর নাফরমানী করেছে এবং তারা সীমালংঘন করত। – আয়াত ঃ ১১১-১১২

কাফিরদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ কর না; ওরা মুমিনদের দুশমন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ

হে মুমিনগণ! তোমরা আপনজন ব্যতীত অন্য কাউকে তোমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তোমাদের ক্ষতি করতে তারা ত্রুটি করবে না। যা তোমাদেরকে বিপন্ন করবে, তা-ই তাদের কামনা। তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ প্রকাশ পায়; আর তাদের হৃদয় যা লুকিয়ে রাখে, তা আরও জঘন্য।

اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ

তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করলাম, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সচেষ্ট হও।

هٰاَنْتُمْ اُولَاءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

শুনে রেখ, তোমরাই তাদেরকে ভালোবাস; তারা কিন্তু তোমাদেরকে ভালবাসে না এবং তোমরা সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। কিন্তু যখন তারা একান্তে মিলিত হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা আঙ্গুল কামড়াতে শুরু করে। বলে দাও, তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর। অন্তরে যা আছে, আল্লাহ সে ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত।

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ

তোমাদের কোন মঙ্গল হলে, তা তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের অমঙ্গল হলে, তাতে তারা আনন্দিত হয়। যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও, তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের একটুও ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করবে, তা সবই আল্লাহ'র আয়ত্বে রয়েছে। – আয়াত ঃ ১১৮-১২০

বদর যুদ্ধের কিছু ঈমান-আলোকিত ঘটনা এবং অহুদ যুদ্ধের বিবরণ

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট থেকে সকাল বেলা (জিহাদের জন্য) বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করেছিলে। আল্লাহ সব শুনেন এবং সব জানেন।

اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ

(তোমরা স্মরণ কর সে সময়ের কথা) যখন তোমাদের দু'টি দলের (বনু

وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

হারিছ ও বনু সালেম) সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ উভয়ের সহায়ক ছিলেন। মুমিনদের আল্লাহর-ই উপর ভরসা রাখা উচিত।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

বদর যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে; তখন আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা শোকরগুজার হও।

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ

(স্মরণ কর সে সময়ের কথা) যখন তুমি মুমিনদের বলছিলে, এ-ই কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন?

بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ

হ্যাঁ, অবশ্যই। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর। আর যদি তখনই তারা তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের রব চিহ্নিত পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

আল্লাহ তাআলা এই সাহায্য কেবল তোমাদের জন্য সুসংবাদ দান এবং তোমাদের মনের প্রশান্তির জন্য করেছেন। সাহায্য তো কেবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ'র নিকট থেকেই এসে থাকবে।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ

উদ্দেশ্য, আল্লাহ কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করবেন কিংবা লাঞ্ছিত করবেন, যেন তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ

আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে আযাব দিবেন; এ ব্যাপারে তোমার কোন দখল নেই। কারণ, তারা জালিম।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ'র; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

– আয়াত ঃ ১২১-১২৯

নিরাশ হয়ো না, বিজয় তোমাদেরই; যদি তোমরা মুমিন হও

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখিতও হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী; যদি তোমরা মুমিন হও।

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও (কাফিররা) তো অনুরূপ আহত হয়েছে! আর মানুষের মাঝে এদিনগুলোকে আমি পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই, যেন আল্লাহ মুমিনদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা জালিমদের পছন্দ করেন না।

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ

আর যেন আল্লাহ মুমিনদের পরিশোধিত করতে পারেন এবং কাফিরদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

– আয়াত ঃ ১৩৯-১৪১

অর্থাৎ– উহুদ যুদ্ধে আহত হওয়ার কারণে তোমরা হীনবল ও নিরাশ হয়ো না। তোমাদের মত কাফিররাও আহত হয়েছে। এটা তো মুমিন ও মুনাফিকদের চিহ্নিত করার জন্য হয়েছে, যাতে মুমিনদের আলাদাভাবে চেনা যায়। ওদের কতক শাহাদাত বরণ করেছে এবং তাদের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এভাবে জিহাদের মাধ্যমেই কাফিররা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তোমরা কি মনে কর, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে?

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

তোমরা কি মনে কর, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে; অথচ আল্লাহ এখনও দেখে নেননি, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা (জিহাদে) অবিচল?

আর তোমরা তো মৃত্যুর মুখোমুখী হওয়ার আগেই মৃত্যু কামনা করতে। এখন তো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখলে।

– আয়াত ঃ ১৪২-১৪৩

প্রত্যেকে তার নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুবরণ করবে

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

আর মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ নয়; তার পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছে। সুতরাং সে যদি মৃত্যুবরণ করে কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? আর কেউ পশ্চাদপসরণ করলে, সে আল্লাহ'র কিছুই ক্ষতি করবে না। আর আল্লাহ সত্বর কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

আর আল্লাহ'র অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না। কারণ, তার সময় নির্ধারিত। কেউ পার্থিব পুরস্কার কামনা করলে আমি তাকে তার কিছু দেই। আর কেউ আখিরাতের পুরস্কার কামনা করলে আমি তাকে তার কিছু দেই এবং শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করব।

– আয়াত ঃ ১৪৪-১৪৫

বিগত জাতিসমূহের নবীগণ ও তাদের আল্লাহওয়ালা সঙ্গীগণ কিভাবে জিহাদ করতেন?

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ

আর বহু নবী রয়েছে, তাদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা (আল্লাহর পথে) জিহাদ করেছে। আল্লাহ'র পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছে, তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং দমে যায়নি। আর আল্লাহ অবিচল ব্যক্তিদের পছন্দ করেন।

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

আর এ কথা ছাড়া তাদের আর কোন কথা ছিল না, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং কার্যক্ষেত্রে আমাদের সীমালংঘনকে আপনি ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের পা সুদৃঢ় রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

ফলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কার এবং আখিরাতের উত্তম পুরস্কার দান করলেন। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। – আয়াত ঃ ১৪৬-১৪৮

অহুদ যুদ্ধের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা যদি কাফিরদের আনুগত্য কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ

বরং আল্লাহ-ই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَمَأْوٰهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ

এখন আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করব, কারণ, তারা আল্লাহ'র সাথে এমন কিছুকে শরীক স্থাপন করেছে, যার স্বপক্ষে আল্লাহ কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি। আর তাদের আবাস জাহান্নাম। জালিমদের আবাস কত নিকৃষ্ট।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

আর আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, যখন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের (কাফিরদের) হত্যা করছিল। অবশেষে তোমরা সাহস হারালে, কর্তব্যক্ষেত্রে বিবাদে লিপ্ত হলে এবং তোমরা যা ভালবাস, তা তোমাদেরকে দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কেউ ইহকাল চাচ্ছিল আর কেউ চাচ্ছিল পরকাল। তারপর পরীক্ষা করার জন্য তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। বস্তুত তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

স্মরণ কর, যখন তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পিছনে কারো দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না। আর রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের পিছন দিক থেকে ডাকছিল। ফলে তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন, যেন তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর আপতিত হয়েছে, তাতে দুঃখিত না হও। আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

فَاَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَّالَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

তারপর তিনি দুঃখের পর তোমাদের উপর তন্দ্রারূপী প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল আর একদলকে তাদের প্রাণের চিন্তা উদ্বিগ্ন করেছিল। তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহিলী যুগের অজ্ঞতার ন্যায় অবাস্তব ধারণা করেছিল। তারা বলছিল, আমাদের কি কিছুই করার নেই? আপনি বলে দিন, নিশ্চয় সকল অধিকার আল্লাহ'র। তারা যা আপনার নিকট প্রকাশ করে না, তা তাদের অন্তরে গোপন রাখে। তারা বলে, আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। আপনি বলে দিন, যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে, তবে যাদের মৃত্যু লিখে দেয়া হয়েছে, তারা তাদের মৃত্যুস্থানে বের হয়ে আসত। আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে যা আছে, তা পরীক্ষা করতে এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা পরিশোধিত করতে চান। অন্তরে যা আছে, আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

যে দিন দু'দল মুখোমুখী হয়েছিল, সে দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের কারণেই শয়তান তাদের বিভ্রান্ত করেছিল। অবশ্য আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল।

– আয়াত ঃ ১৪৯-১৫৫

কাফিরদের কথায় জিহাদ ত্যাগ করো না ঃ আল্লাহ'র রাহে মৃত্যুবরণ করা বা শহীদ হওয়া বিরাট নেয়ামত

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফির হয়েছে এবং নিজেদের ভাই-বন্ধুরা যখন অভিযানে বের হয় বা জিহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, যদি তারা আমাদের নিকট থাকত, তবে তারা মরত না এবং নিহত হত না। যেন আল্লাহ তা দ্বারা তাদের অন্তরে অনুতাপ সৃষ্টি করেন আল্লাহ-ই জীবনদান করেন ও মৃত্যুদান করেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

আর যদি তোমরা আল্লাহ'র পথে নিহত হও বা মৃত্যুবরণ কর, তবে তোমরা যা জমা কর, আল্লাহ'র ক্ষমা ও করুণা সে সব কিছুর চেয়ে উত্তম।

– আয়াত ঃ ১৫৬-১৫৭

জিহাদের আমীরের গুণাবলী

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ

(উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের ভুলের পর) আল্লাহ'র অনুগ্রহেই তুমি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছ। আর যদি তুমি রূঢ় ও কঠিনহৃদয় হতে, তবে তারা তোমার কাছ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেল, তখন

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

আল্লাহ'র উপর ভরসা কর। নিশ্চয় আল্লাহ যারা তাঁর উপর নির্ভর করে, তাদেরকে ভালবাসেন।

إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউ তোমাদের উপর জয়ী হওয়ার থাকবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? মু'মিনদের আল্লাহ'র উপরই ভরসা করা উচিত।

– আয়াত ঃ ১৫৯-১৬০

নবী গনীমতের মালে খেয়ানত করতে পারেন না

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

খেয়ানত করা নবীর কাজ নয়। আর যে খেয়ানত করবে, সে খেয়ানতকৃত বস্তুসহ কিয়ামত দিবসে উপস্থিত হবে। তারপর প্রত্যেকে যা অর্জন করেছে, তাকে তা পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হবে। তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

যে আল্লাহ'র ইচ্ছার অনুসরণ করে, সে কি তার মত হতে পারে, যে আল্লাহ'র ক্রোধের পাত্র হয়েছে? আর জাহান্নামই তার আবাস। আর তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

তারা আল্লাহ'র নিকট বিভিন্ন স্তরের। তারা যা করে, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

– আয়াত ঃ ১৬১-১৬৩

উহুদের যুদ্ধ মুসলমানদের ঈমানের পরীক্ষা ছিল তাই বিরুদ্ধবাদীরা বিভিন্ন বাহানা তালাশ করতে শুরু করে

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যখন তোমাদের উপর মুসীবত আসল, তখন তোমরা বললে এটা কোথা থেকে এল? অথচ তোমরা (কাফিরদের) দ্বিগুণ বিপদ ভোগ করেছিলে, তুমি বলে দাও, এটা তোমাদের পক্ষ হতে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ

আর যেদিন দু'দল পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিলে, সেদিন তোমাদের উপর যে মুসীবত এসেছিল, তা আল্লাহ'র হুকুমেই। আর মুমিনদেরকে যাচাই করার জন্য।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ

এবং মুনাফিকদের যাচাই করার জন্য। আর তাদেরকে (মুনাফিকদেরকে) বলা হল, এসো আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর। তারা বলল, যদি যুদ্ধ জানতাম, তবে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা ঈমানের চেয়ে কুফ্‌রীর অতি নিকটে ছিল। তারা তাদের মুখে বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। আর তারা যা গোপন করে, আল্লাহ সে বিশেষভাবে অবহিত।

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

যারা (ঘরে) বসে রইল এবং তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলল, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে তারা নিহত হত না। তুমি বলে দাও, তাহলে তোমরা নিজেদের থেকে মৃত্যুকে প্রতিহত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও! – আয়াত ঃ ১৬৫-১৬৮

শহীদদেরকে মৃত বল না, তারা জীবিত; তারা আনন্দ-উল্লাসে রয়েছেন

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

যারা আল্লাহ'র পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনো মৃত মনে কর না; বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিকাপ্রাপ্ত।

فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তারা আনন্দিত। আর তাদের পিছনে এখনো যারা তাদের নিকট পৌঁছেনি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এই মর্মে যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَايُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও নেয়ামতে তারা আনন্দিত। আর এ কারণে যে, আল্লাহ মুমিনদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।

– আয়াত ঃ ১৬৯-১৭১

আঘাতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত, তবুও সাহাবা কিরাম দুশমনের পিছনে ছুটে চলেছেন

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ

জখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে।

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا

যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, (মক্কার) লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে (অস্ত্র) জমা করেছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। তখন তাদের ঈমান

দৃঢ় হল এবং তারা বলল, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।

وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

তারপর তারা আল্লাহ'র নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এসেছে। কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। আর তারা আল্লাহ'র সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ

নিশ্চয় এরাই শয়তান, যারা তাদের বন্ধুদের ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর না। আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও।

إِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

– আয়াত ঃ ১৭২-১৭৫

উহুদের যুদ্ধের পর রাসূল (সাঃ) কাফিরদের ধাওয়া করতে ইচ্ছা করলেন। তখন বহু সাহাবী মারাত্মক জখমী হওয়া সত্ত্বেও রাসূলের সাথে গমন করেছিলেন। এ আয়াতগুলো তাদের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে।

হিজরত ও জিহাদের ফযীলত

তাদের প্রতিপালক তাদের দু'আ এই মর্মে কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের মধ্যে কোন আমলকারীর আমলকে বিনষ্ট করি না। চাই সে পুরুষ হোক বা নারী। তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে, নিহতও হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের সকল ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّيْ لَا أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ

করাব, যার পাদদেশে নহরমালা প্রবাহিত। এটা আল্লাহ'র পক্ষ থেকে পুরস্কার। আর আল্লাহর নিকট-ই রয়েছে উত্তম পুরস্কার। – আয়াত ঃ ১৯৫

জিহাদে অবিচল ও সদা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, অবিচল থাক, সদা প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর; তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

সূরা নিসা

এ সূরায় সরাসরি জিহাদ বিষয়ক আয়াত সংখ্যা ২৪

শহীদদের মর্যাদা

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করবে, সে তাদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। তারা হল নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ। আর তারা কত উত্তম সঙ্গী।

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا

এটা আল্লাহ'র পক্ষ থেকে অনুগ্রহ; আর জ্ঞানী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট।
– আয়াত ঃ ৬৯-৭০

নিজেদের হেফাজত ও আত্মরক্ষার খুব খেয়াল রাখবে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর। (অর্থাৎ জিহাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্রসহ শারীরিক ও মানসিকভাবে সর্বদা প্রস্তুত থাক)। তারপর (শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য) বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে পড় অথবা এক সঙ্গে অগ্রসর হও। – আয়াত ঃ ৭১

হে মুসলমানগণ! তোমাদের মাঝে জিহাদ থেকে পলায়নকারী কিছু মুনাফিকও মু'মিনের বেশে আত্মগোপন করে রয়েছে

وَاِنْ مِّنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ

আর তোমাদের মাঝে এমন লোক রয়েছে, যে অবশ্যই গড়িমসি করবে। পরে যদি তোমাদের উপর কোন বিপদ

اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا

আপতিত হয়, বলবে, আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সঙ্গে (যুদ্ধে) উপস্থিত হইনি।

وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا

পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহ'র পক্ষ হতে কোন অনুগ্রহ আসলে সে এমনভাবে বলবে, যেন তোমাদের মাঝে এবং তার মাঝে কোন মিত্রতাই ছিল না। (বলবে) হায়, যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমি বিরাট সাফল্য লাভ করতাম! - আয়াত ঃ ৭২-৭৩

মুজাহিদের জন্য সর্বাবস্থায় মহাপুরস্কার রয়েছে; সুতরাং তোমরা জিহাদ কর

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

সুতরাং যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, তাদের আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ করা উচিত। আর কেউ আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ করলে সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক, আমি অবশ্যই তাকে মহাপুণ্য দান করব।

- আয়াত ঃ ৭৪

তোমাদের কী হল, তোমরা কেন মজলুমদের পক্ষে যুদ্ধ করছ না!

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا

আর তোমাদের কি হল, তোমরা আল্লাহ'র পথে এবং সেই দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যুদ্ধ করছ না, যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে উদ্ধার কর, যার অধিবাসীরা জালিম? আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক নির্ধারণ কর এবং

وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী নির্ধারণ কর।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا

যারা মু'মিন, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফির, তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে। সুতরাং তোমরা শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিঃসন্দেহে শয়তানের কৌশল দুর্বল। – আয়াত ঃ ৭৫–৭৬

মানুষ ও মৃত্যুর ভয়ে যারা জিহাদ ছেড়ে দেয়, তারা জেনে নাও, মৃত্যু সব জায়গায় পৌঁছবে-ই

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাত সংবরণ কর, সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও? তারপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেয়া হল, তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করছিল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক এবং বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে? আমাদেরকে কিছুদিনের অবকাশ দাও না? (হে নবী!) তুমি বল, পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী, তার জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই।

مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। যদি তাদের কোন কল্যাণ হয়, তখন তারা বলে, এটা আল্লাহ'র নিকট হতে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, বলে, এটা তোমার নিকট হতে। বল, সব কিছুই আল্লাহ'র নিকট হতে। এ জাতিটার কী হল যে, এরা কোন কথাই বুঝতে চাচ্ছে না?

– আয়াত ঃ ৭৭-৭৮

শান্তি ও যুদ্ধের সংবাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে না ছড়িয়ে দায়িত্বশীলদের জানান উচিত

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

যখন তাদের নিকট শান্তি অথবা শংকার কোন সংবাদ আসে, তখন তারা তা প্রচার করে বেড়ায়। যদি তাঁরা রাসূল কিংবা তাদের দায়িত্বশীলদের অবহিত করত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে, তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেই শয়তানের অনুসরণ করতে।

– আয়াত ঃ ৮৩

তুমি নিজেও জিহাদ কর এবং মু'মিনদেরকেও এই মহৎ কর্মের প্রতি উৎসাহিত কর ঃ রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ'র নির্দেশ

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ

সুতরাং তুমি আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ কর। তোমাকে শুধু তোমাদের নিজের জন্য দায়ী করা হবে; এবং মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। হয়ত আল্লাহ কাফিরদের

শক্তি সংযত করবেন। আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর।

بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلاً

– আয়াত ঃ ৮৪

এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হলেও এতে জিহাদ সম্পর্কীয় বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে।

যে কাফির উপরে উপরে বন্ধুত্ব দেখায় এবং তলে তলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ

তোমাদের কী হল যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দল হয়ে গেলে? আল্লাহ তো তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? আল্লাহ কাউকে পথভ্রষ্ট করলে তুমি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবে না।

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا اَ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلاً

তারা এটাই কামনা করে যে, তারা যেভাবে কাফির হয়েছে, সেরূপ কাফির হয়ে তোমরাও তাদের সমান হয়ে যাও। সুতরাং তারা আল্লাহ'র পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য হতে কাউকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে যেখানে পাবে ধরে হত্যা করবে এবং তাদের কাউকেও বন্ধু ও সহায়করূপে গ্রহণ করবে না।

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاءً فَلاَ تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَلا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلانَصِيْرًا

কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয়, যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, অথবা যারা

اِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ اَوْ جَاءُ

وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ
يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ
وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ
عَلَيْكُمْ فَلَقَتَلُوْكُمْ فَاِنِ
اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا
اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلاً

তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আগমন করে, যখন তাদের মন তোমাদের সাথে অথবা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে সংকুচিত হয়। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন ও তারা নিশ্চয় তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। সুতরাং তারা যদি তোমাদের নিকট হতে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন না।

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ
يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا
رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا
فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْا
اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْا اَيْدِيَهُمْ
فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاُولٰئِكُمْ جَعَلْنَا
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا

তোমরা অপর কতক লোক পাবে, যারা তোমাদের সাথে ও তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শান্তি চাইবে। যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে আহ্বান করা হয়, তখনই এ ব্যাপারে তারা তাদের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হয়। যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে চলে না যায়, তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাদের হাত সংবরণ না করে, তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে ও হত্যা করবে। আমি তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার স্পষ্ট অধিকার দিয়েছি। - আয়াত ঃ ৮৮-৯১

অর্থাৎ– একজন মানুষও যদি তোমার সঙ্গ না দেয়, তবুও তুমি একাকী যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়। তবে ঈমানদারদের জিহাদের তাকীদ করতে হবে, যাতে তারা এই মহৎ আমল থেকে বঞ্চিত না থাকে।

পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে জিহাদের আহকাম ও জরুরী মাসায়েল বর্ণনা করা হয়েছে। উপরিউক্ত আয়াতগুলোতেও কয়েকটি জরুরী বিধান বিবৃত হয়েছে।

যাচাই না করে কোন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ কর না

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহ'র পথে (জিহাদে) বের হবে, তখন ভালোভাবে যাচাই করে নিবে। আর কেউ তোমাকে সালাম করলে ইহ-জীবনের সম্পদের আকাঙ্খায় তাকে একথা বলবে না যে, তুমি মু'মিন নও। আল্লাহ'র নিকট প্রচুর গনীমত রয়েছে। তোমরাও তো পূর্বে এরূপই ছিলে। পরে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; সুতরাং তোমরা যাচাই করে নিবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। – আয়াত ঃ ৯৪

এ আয়াতটিও একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এতে বর্ণিত বিধি-বিধান কিয়ামতের সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

যারা জিহাদ করে না, তারা মুজাহিদদের সমান নয়

لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا

যে সক্ষম মু'মিন (জিহাদে না গিয়ে) ঘরে বসে থাকে আর যারা নিজেদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ'র পথে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা নিজেদের ধন ও জীবন দ্বারা আল্লাহ'র পথে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে, তাদের উপর মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ সকলকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে, আল্লাহ তাদের উপর মুজাহিদদেরকে মহা-পুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

درجت منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما

এটা আল্লাহ'র নিকট হতে মর্যাদা ক্ষমা ও দয়া। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। – আয়াত ঃ ৯৫-৯৬

জিহাদের সফরে নামায কসর করতে হবে

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

যখন তোমরা দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের উপর অত্যাচার করবে, তাহলে নামায কসর করলে তোমাদের কোন দোষ হবে না। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আয়াত ঃ ১০১

নামায কসর করার এই বিধান প্রথমে কাফিরদের অত্যাচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু এখন শরয়ী শর্ত পাওয়া গেলে যে কোন সফরেই নামায কসর করতে হবে।

যুদ্ধ চলাকালে নামায পড়ার নিয়ম

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ

এবং তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের নিয়ে নামায আদায় করবে, তখন তাদের এক দল যেন তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা যেন অস্ত্রসজ্জিত থাকে। তাদের সিজদা করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল– যারা নামাযে শরীক হয়নি– তারা যেন তোমার সাথে নামাযে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিরগণ কামনা করে, যেন তোমরা

اَسْلِحَتَكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا

তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও কিংবা অসুস্থ থাক, তাহলে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ হবে না। কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

যখন তোমরা নামায সমাপ্ত করবে, তখন দাঁড়িয়ে বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন যথারীতি নামায আদায় করবে। নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা মু'মিনদের জন্য ফরজ।

– আয়াত ঃ ১০২-১০৩

এটা মুজাহিদদের শান এবং জিহাদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য যে, জিহাদ চলাকালে দৌড়ালে, হত্যা করলে এবং লড়াই করলেও নামায ভঙ্গ হয় না।

শত্রুর সন্ধানে তোমরা সাহস হারিও না

وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَاۤءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা হীনবল হয়ো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও, তবে তারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহ'র নিকট তোমরা যা আশা কর, তারা তা আশা করে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

– আয়াত ঃ ১০৪

মুজাহিদদের সাথে মুনাফিকদের আচরণ

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

যারা তোমাদের অকল্যাণের প্রতীক্ষায় থাকে, আল্লাহ'র অনুগ্রহে তোমাদের জয় হলে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? আর ভাগ্য যদি কাফিরদের অনুকূল হয়, তখন তারা (কাফিরদের) বলে, আমরা কি (নিরাপত্তার জন্য) তোমাদেরকে ঘিরে রেখেছিলাম না? আমরা কি মু'মিনদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করিনি? কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাদের মাঝে মীমাংসা করবেন। আর কখনো কাফিরদেরকে মু'মিনদের উপর বিজয়ের পথ রাখবেন না। – আয়াত ঃ ১৪১

এছাড়া সূরা নিসার ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১৩৬ ও ১৪৪ নং আয়াতে জিহাদ সম্পর্কীয় জরুরী বিষয়ের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

সূরা মায়িদা

এ সূরায় সরাসরি জিহাদ সম্পর্কীয় আয়াত সংখ্যা ১৫

কাফিরদের দমন করা আল্লাহ'র অনুগ্রহ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ'র সেই অনুগ্রহ, যখন একটি সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হাত উঠাতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ তাদের হাত ঠেকিয়ে রেখেছিলেন; এবং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে আর মু'মিনদের আল্লাহর-ই উপর নির্ভর করা উচিত।

– আয়াত ঃ ১১

মক্কার কুরাইশ ও তাদের মিত্ররা এক পর্যায়ে ইসলাম ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল। কিন্তু ঈমানদারদের প্রবল প্রতিরোধের ফলে আল্লাহ তাদের সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্নভিন্ন করে দেন এবং সত্যাশ্রয়ী মুমিনদের বিজয় দান করেন।

বনী ইসরাইল-এর জিহাদ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন এবং আল্লাহ'র পক্ষ থেকে তার শাস্তি

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَّاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ'র সেই অনুগ্রহের কথা মনে কর, যখন আল্লাহ তোমাদের মাঝে নবী প্রেরণ করেছিলেন, তোমাদেরকে রাজা বানিয়েছিলেন এবং বিশ্বজগতের কাউকেও যা দান করেননি, তা তোমাদের দান করেছিলেন।

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ

হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তোমরা তাতে প্রবেশ কর এবং (জিহাদ ত্যাগ করে) পিছনে ফিরে যেও না, (অর্থাৎ জিহাদ ত্যাগ করে গোলামীর জীবনে ফিরে যেও না) অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ

তারা বলল, হে মূসা! সেখানে তো এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রয়েছে এবং তারা সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তবেই আমরা সেখানে প্রবেশ করব।

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

তাদের যে দু' ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করত এবং যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলল, তাদের উপর আক্রমণ করে তোমরা দ্বারে প্রবেশ কর, ঢুকে যেতে পারলেই তোমরা জয়ী হবে। তোমরা যদি মু'মিন হও তাহলে আল্লাহ'র-ই উপর নির্ভর কর।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ

তারা বলল, হে মূসা! তারা যতদিন সেখানে থাকবে, ততদিন কিছুতেই আমরা সেখানে প্রবেশ করব না; তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে রইলাম।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا

মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার নিজের ও আমার ভাই ব্যতীত অন্য কারো উপর আমার অধিকার

وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ

নেই। সুতরাং আপনি আমাদের ও নাফরমান সম্প্রদায়ের মাঝে মীমাংসা করে দিন।

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ

আল্লাহ্ বললেন, তবে এটা চল্লিশ বছরের জন্য তাদের উপর নিষিদ্ধ করা হল। (এই চল্লিশ বছর) তারা পৃথিবীতে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াক। তুমি সত্য ত্যাগীদের জন্য দুঃখ কর না।

– আয়াত ঃ ২০-২৬

তাক্ওয়া ও জিহাদ সফলতার চাবিকাঠি

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

– আয়াত ঃ ৩৫

মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হলে ইহুদী-খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী মুনাফিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, সে তাদের-ই একজন হবে। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ

(এ কারণে) যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তুমি তাদেরকে সত্বর দেখবে,

نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ

তারা তাদের (ইহুদী-খৃষ্টানদের) সঙ্গে মিলিত হবে এই বলে যে, আমাদের আশংকা হচ্ছে, আমাদের উপর বিপদ আপতিত হবে। তবে অচিরেই আল্লাহ এমন বিজয় দান করবেন কিংবা তাঁর নিকট হতে এমন কিছু দান করবেন, যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল, তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ

এবং মু'মিনগণ বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহ'র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে? তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়েছে; ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

-- আয়াত ঃ ৫১-৫৩

এটি মুনাফিকদের চরিত্র হল, তারা একদিকে ইহুদীঃ-খৃষ্টান-মুশরিকদের বগলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। অপরদিকে প্রকৃত মু'মিনদের থেকেও আলাদা হয় না। এতে তাদের উদ্দেশ্য, মুসলমানদের উপর যদি কাফিরদের পক্ষ থেকে কোন বিপদ আসে, তবে তারা রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু যখন মুসলমানরা বিজয় লাভ করে, তখন নিজেদের কৌশলের ব্যর্থতার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে। [বর্তমান যুগেও এমনটি-ই হচ্ছে।]

তোমরা দ্বীন থেকে ফিরে গেলে আল্লাহ তোমাদের স্থলে তাঁর এমন প্রিয় বান্দাদের নিয়ে আসবেন, যারা হবে নির্ভীক মুজাহিদ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে; তারা মু'মিনদের প্রতি

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ

কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহ'র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না; এটা আল্লাহ'র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ, যারা বিনীত হয়ে সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে।

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ

আর কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, আল্লাহর দল তো বিজয়ী হবেই।

– আয়াত ঃ ৫৪-৫৬

অর্থাৎ– মুসলমানদের সম্পর্ক থাকা উচিত আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সঙ্গে। যদি কারো মনে এই ধারণা জাগ্রত হয় যে, ইহুদী-খৃষ্টানরা তো বড় শক্তির অধিকারী; তারা আমাদের উপর জয়ী হয়ে গেলে আমাদের কি উপায় হবে? তো আল্লাহ'র ভাষায় তার জবাব, বিজয় শুধু আল্লাহ'র দলের-ই জন্য। শর্ত হল, মু'মিনদের প্রকৃত অর্থে মু'মিন হতে হবে।

সূরা আনফাল

এ সূরায় সরাসরি জিহাদ বিষয়ক আয়াত সংখ্যা ৬৬

গনীমতের চিন্তা ত্যাগ কর, সাচ্চা মুমিন ও মুজাহিদ হয়ে যাও ঃ মুজাহিদদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

মানুষ তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; তুমি বলে দাও, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ'র ও রাসূলের। তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল, নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

(কারণ) মুমিন তো তারা-ই, যাদের সম্মুখে আল্লাহ'র নাম উচ্চারিত হলে তাদের হৃদয় কম্পিত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রব-এর উপর নির্ভর করে।

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।

اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

তারা-ই প্রকৃত মু'মিন। তাদের রব এর নিকট তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

– আয়াত ঃ ১-৪

বদর যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম যখন মুসলমানদের হাতে গনীমতের সম্পদ আসে, তখন তার বন্টনে সামান্য মতবিরোধ দেখা দেয়। কারণ, তখনো গনীমতের সম্পদ বন্টনের বিধিমালা নাযিল হয়নি। কিন্তু সেই সামান্য মতবিরোধও ছিল মহান সাহাবীদের শানের খেলাফ। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে তাদেরকে সাবধান করে দেন এবং একজন মুজাহিদের মধ্যে কি কি গুণ থাকতে হবে, তা বলে দেন। আল্লাহ পাকের এ ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীদের মন থেকে গনীমতের বাসনা দূর হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তা'আলা গনীমতের সম্পদ বন্টন করার পদ্ধতি সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করেন। সে আলোচনা পরে আসছে।

বদর যুদ্ধের ঈমানদীপ্ত ঘটনাপুঞ্জ এবং মুজাহিদদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের ধরন

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ

তা এরূপ যে, তোমার প্রতিপালক একটি ন্যায় কাজের জন্য তোমাকে তোমার ঘর থেকে বের করেছিলেন। আর মুমিনদের একটি দল তাকে অপ্রীতিকর মনে করেছিল।

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ

সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর তারা সৎকর্মের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে এমনভাবে বিতর্কে লিপ্ত হয়, যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে আর তারা তাকে (মৃত্যুকে) প্রত্যক্ষ করছে।

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

স্মরণ কর, যখন আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন দুইটি দলের একটি তোমাদের আয়ত্বে আসবে। তোমরা কামনা করছিলে, নিরস্ত্র দলটি যেন তোমাদের হাতে আসে আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন, তিনি তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রমাণিত করবেন এবং কাফিরদের সমূলে উৎখাত করবেন।

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

যাতে তিনি সত্যের সত্য হওয়া এবং মিথ্যার মিথ্যা হওয়া স্বপ্রমাণিত করেন। যদিও পাপিষ্ঠরা তা অপছন্দ করুক।

إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ

স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের রব-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে। তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, একের পর এক অবতরণকারী এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা আমি তোমাদের সাহায্য করব।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

এই সাহায্যকে আল্লাহ তোমাদের জন্য কেবল সুসংবাদ বানিয়েছেন আর যাতে তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে সাহায্য (এবং বিজয়) তো আল্লাহর-ই পক্ষ থেকে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেছিলেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, তোমাদের থেকে শয়তানের পংক দূর করার জন্য, তোমাদের হৃদয় সুদৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য আকাশ থেকে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেছিলেন।

আকাশ থেকে বর্ষিত সেই পানি দ্বারা সাহাবা কিরাম গা-গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করেন। এই সাহায্য দেখে তাদের মন শক্ত হয় এবং বালুকাময় জমি ভিজে শক্ত হলে তাদের পা স্থির হতে শুরু করে।

إِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰئِكَةِ اَنِّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِى فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা মুমিনদের সাহস বাড়াও, আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করব। আঘাত কর তাদের কাঁধে, আঘাত কর তাদের সর্বাঙ্গে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

এ শাস্তি এই জন্যে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে; এবং কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ

সুতরাং এ শাস্তি তোমরা আস্বাদন কর এবং জেনে রাখ, কাফিরদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

-- আয়াত ঃ ৫-১৪

হে মুমিনগণ! তোমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পিঠ দেখিয়ে পলায়ন কর না

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদের মুখোমুখি হবে, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না।

যুদ্ধকৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান নেয়া ব্যতীত অন্য কারণে যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে (পালিয়ে যাবে), সে আল্লাহ'র গজবে নিপতিত হবে। তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

– আয়াত ঃ ১৬-১৭

দুশমন যদি দ্বিগুণ অপেক্ষা বেশী হয় কিংবা পিছনে সরে যাওয়া কৌশলগত কারণে হয় অথবা নিজের দলে যোগ দেয়ার জন্য পিছনে সরতে হয়, তাহলে ময়দান থেকে এই পৃষ্ঠপ্রদর্শন জায়েজ। এই তিন অবস্থার বাইরে অন্য কারণে যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন জঘন্য পাপ এবং আল্লাহ তাআলার গজব ডেকে আনার শামিল।

হে মুজাহিদগণ! জিহাদে কাফিরদেরকে তোমরা হত্যা করছ না; আল্লাহ নিজে তাদেরকে হত্যা করে থাকেন

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ

তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি; আল্লাহ-ই তাদেরকে বধ করেছেন। আর (কাফিরদের প্রতি মাটি) তুমি নিক্ষেপ করনি, নিক্ষেপ করেছেন আল্লাহ। উদ্দেশ্য, আল্লাহ'র পক্ষ থেকে মুমিনদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করা। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

এ তো গেল, আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন।

– আয়াত ঃ ১৭-১৮

জিহাদ মূলত ইসলাম ও কুফরের লড়াই। এ লড়াইয়ে আল্লাহ স্বয়ং মুসলমানদের হয়ে যুদ্ধ করেন এবং পদে পদে সাহায্য করেন। আল্লাহ'র এই সাহায্য ছাড়া বিজয় লাভ করা মুসলমানদের কখনো সম্ভব নয়।

পরাজিত কাফিরদের উদ্দেশে

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ وَلَنْ

তোমরা যদি মীমাংসা চাও, তবে তা তোমাদের সামনে উপস্থিত। (তোমরা পরাজিত আর ঈমানওয়ালারা বিজয়ী) এখনও যদি তোমরা ফিরে আস, তবে তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কিন্তু তারপরও যদি তোমরা একাজ-ই করতে থাক, তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দেব। তখন তোমাদের বাহিনী

تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ

তোমাদের কোন-ই কাজে আসবে না; সংখ্যায় তারা যতই বেশী হোক। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুমিনদের সঙ্গে আছেন। (তোমরা আল্লাহর সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা তো আর রাখ না)।

– আয়াত ঃ ১৯

জিহাদেই তোমাদের জীবন নিহিত

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, রাসূল যখন তোমাদেরকে আহবান করে এমন কাজের প্রতি, যার মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত (অর্থাৎ জিহাদ ইত্যাদির প্রতি)। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন। আর নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে তার-ই কাছে সমবেত করা হবে।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

তোমরা সেই ফেতনা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর, যা বিশেষভাবে শুধু জালিমদের-ই উপর নিপতিত হবে না। আর জেনে রাখ, আল্লাহ তাআলা শাস্তিদানে কঠোর।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন (সংখ্যায়) তোমরা ছিলে নগণ্য (আর শক্তিতে) পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে; তোমরা আশংকা করতে যে, মানুষ তোমাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তোমাদেরকে (মদীনায়) ঠিকানা দিয়েছেন, নিজের সাহায্য দ্বারা শক্তি দান করেছেন এবং (খাওয়ার জন্য) উত্তম উত্তম জীবিকা দান করেছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

– আয়াত ঃ ২৪-২৬

এ ক'টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জিহাদকে মুসলমানদের জীবন এবং জিহাদ বর্জন করাকে ভয়ানক বিপর্যয়ের হেতু বলে বর্ণনা করেছেন এবং পূর্বেকার অনুগ্রহসমূহের স্মরণ করিয়ে দিয়ে অদ্ভুত এক আঙ্গিকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

জিহাদ চলাকালে খেয়ানত থেকে সর্বোতভাবে বেঁচে থাক এবং নিজের সম্পদ ও সন্তানের খাতিরে জাতীয় স্বার্থ বিনষ্ট কর না

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে খেয়ানত কর না এবং জেনে-শুনে তোমাদের পারস্পরিক আমানতের ক্ষেত্রেও খেয়ানত কর না।

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এক পরীক্ষা এবং আল্লাহ'র-ই নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তাহলে তিনি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন, (অর্থাৎ তোমাদেরকে বিজয়ী এবং কাফিরদেরকে পরাজিত করে সমস্যার সমাধান করে দেবেন) তোমাদের থেকে তোমাদের পাপ মুছে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময়।

– আয়াত ঃ ২৭-২৯

হযরত আবু লুবাবাহ (রাযিঃ) নামক এক সাহাবীর পরিবার-পরিজন ইহুদী কবিলা বনু কুরায়জার এক মহল্লায় অবস্থান করছিল। মুসলমানরা যখন বনু কুরায়জা অবরোধ করে, তখন তারা আবু লুবাবার নিকট জানতে চায় যে, আমাদের ব্যাপারে তোমাদের সিদ্ধান্ত কী হবে? জবাবে পরিবার-পরিজনের হেফাজতের স্বার্থে হযরত আবু লুবাবাহ নিজের ঘাড়ের দিকে ইংগিত করে

বুঝিয়ে দেন যে, সা'দ তোমাদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবু লুবাবার হুঁশ আসে যে, তিনি খেয়ানত করেছেন। ফলে অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে তিনি মসজিদে নববীর খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নিয়ে আল্লাহ'র দরবারে কান্নাকাটি করতে থাকেন। আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করেন।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে মুসলমানদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের সম্পদ-সন্তানের খাতিরে জাতীয় স্বার্থ নষ্ট কর না। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থে জাতীয় গোপন তথ্য কাফিরদের নিকট ফাঁস কর না। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তাহলে তিনি তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং তোমাদের সম্পদ-সন্তানদেরও হেফাজত করবেন, যেমনিভাবে তিনি মক্কাবাসীদের কবল থেকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে রক্ষা করেছিলেন।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْيُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ

স্মরণ কর, যখন (মক্কার) কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে, তারা তোমাকে বন্দী করবে কিংবা হত্যা করবে অথবা দেশান্তর করবে। তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন আর আল্লাহ কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। – আয়াত ঃ ৩০

হে মুসলমানগণ! কাফিররা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে বিপুল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে; কিন্তু পরে আফসোস করবে

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ

যারা কাফির, তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য। তারা সম্পদ ব্যয় করতে-ই থাকবে। পরে সেই সম্পদ তাদের মনস্তাপের কারণ হবে। অতঃপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফরী করে, তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِىْ جَهَنَّمَ اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

তা এজন্যে যে, আল্লাহ অপবিত্রতাকে পবিত্রতা থেকে পৃথক করবেন এবং নাপাকসমূহকে পরস্পর একাকার করে দেবেন। নেগুলোকে স্তূপীকৃত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এরাই ক্ষতিগ্রস্ত। – আয়াত ঃ ৩৬-৩৭

কাফিররা তাদের সম্পদ ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে ব্যয় করে। কিন্তু যখন ইসলামপন্থীরা আল্লাহ'র সাহায্যে বিজয় লাভ করে, তখন আফসোস করা ব্যতীত তাদের আর করার কিছুই থাকে না। ইসলাম বিজয়ী হলে ন্যায়-অন্যায় আলাদা হয়ে যায়। যাদের কিসমতে ইসলাম আছে, সেইসব সৌভাগ্যবানরা ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়। আর যারা কুফরী নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে স্তূপীকৃত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

ওহে কাফিরগণ! তোমরা ফিরে এস, অন্যথায়.....

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ

তুমি (কাফিরদেরকে) বলে দাও, যদি তারা (কুফর থেকে) ফিরে আসে, তাহলে তাদের কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে। কিন্তু যদি তারা অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে, তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছেই। (তাদের ন্যায় এদেরকেও ধ্বংস করে দেয়া হবে।) – আয়াত ঃ ৩৮

সমগ্র পৃথিবী যতক্ষণ না আল্লাহ'র নির্দেশের সামনে মাথা নত করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ'র পথে লড়াই করতে থাক

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

আর তোমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করতে থাক, যতক্ষণ না ফেতনা নির্মূল হয় এবং সামগ্রিকভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অবশেষে যদি তারা ফিরে আসে, তো আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ড দেখছেন।

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

কিন্তু যদি তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক, কত উত্তম সহায়ক। – আয়াত ঃ ৩৯-৪০

জিহাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ফেতনা নির্মূল করা। অর্থাৎ– কাফিরদের শক্তি এমনভাবে খর্ব করা, যেন তারা মানুষকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং সত্য-সঠিক ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের উচ্চবাচ্য করার সাহস না থাকে। ইতিহাস সাক্ষী যে, যখন-ই পৃথিবীর যে ভূখণ্ডে কাফিররা ক্ষমতা লাভ করেছে, তখনই মুসলমানদের দ্বীন-ঈমান হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে। স্পেনের দৃষ্টান্ত তো বিশ্ববাসীর সামনেই রয়েছে।

আর জিহাদ ও কিতালের প্রাথমিক লক্ষ্য হল, যাতে ইসলামের অনুসারীরা নিরাপদে-নিশ্চিন্তে আল্লাহ'র দাসত্ব করতে পারে এবং তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু ইসলাম বিরোধী ও বিদ্বেষীদের হাত থেকে নিরাপদ থাকে। ফেতনার এই ব্যাখ্যা হযরত ইবনে উমর প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে।

অপরদিকে জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল, কুফর নির্মূল হয়ে যাওয়া, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সর্বোতভাবে আল্লাহ'র আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং আল্লাহ'র সত্য দ্বীন অন্যসব ধর্ম ও মতবাদের উপর বিজয়ী হওয়া। এই বিজয়ী হওয়াটা অন্যসব মিথ্যা মতবাদের উপস্থিতিতেও হতে পারে। যেমনটি হয়েছিল খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে। কিংবা হতে পারে অন্যসব বাতিল মতবাদকে নিশ্চিহ্ন করে। যেমনটি ঘটবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পর মাহদী (আঃ)-এর শাসনামলে।

সারকথা, আলোচ্য আয়াত প্রমাণ করে যে, যুদ্ধ– তা আক্রমণাত্মক হোক কিংবা প্রতিরক্ষামূলক, মুসলমানদের বেলায় তা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন না আলোচ্য দু'টি লক্ষ্য অর্জিত হবে।

গনীমতের সম্পদ বন্টনে আল্লাহ'র বিধান

وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

তোমরা আরো জেনে রাখ যে, যুদ্ধে (কাফিরদের থেকে) তোমরা যা কিছু লাভ কর, তার পাঁচ ভাগের একভাগ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, এতীমদের, দরিদ্রদের এবং মুসাফিরদের,

وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহর প্রতি ও সেই বস্তুর প্রতি, যা মীমাংসার দিন- দু'টি দল মুখোমুখি হওয়ার দিন আমি আমার বান্দার (মুহাম্মাদ-এর) প্রতি অবতারণ করেছিলাম। আর আল্লাহ তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। – আয়াত ঃ ৪১

যুদ্ধের মাধ্যমে কাফিরদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা সম্পদ কিংবা কাফিরদের পালাবার সময় ফেলে যাওয়া বস্তু মুজাহিদরা বন্টন করে ভোগ করবে। এই সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ'র নিজের। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সম্পদ পাঁচটি খাতে ব্যয় করতেন। ১. নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ২. নিজের সেই স্বজনদের মাঝে, যারা যাকাত গ্রহণ করতে পারেন না ৩. এতীমদের মাঝে ৪. অভাবী মুসলমানদের মাঝে এবং ৫. মুসাফিরদের মাঝে। গনীমতের অবশিষ্ট চার অংশ বন্টিত হবে যোদ্ধাদের মাঝে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর এখন গনীমতে আল্লাহ'র এক পঞ্চমাংশের পাওনাদারদের শেষ তিন শ্রেণী বাকী আছে। কাজেই বর্তমান যুগে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বন্টন হবে এতীম, গরীব ও মুসাফিরদের মাঝে।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের ধরন

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِى الْمِيْعٰدِ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে (মদীনার দিকে) এবং তারা (কাফিররা) ছিল দূর প্রান্তে আর (আবু সুফিয়ানের) কাফেলা ছিল তোমাদেরকে এড়িয়ে নিম্নভূমিতে। যদি তোমরা (ও মুশরিকরা) পরস্পর অঙ্গীকার করতে, তবে অঙ্গীকার পূরণে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিত। কিন্তু যা ঘটার ছিল, আল্লাহ তা ঘটাবেন-ই, যাতে যাদের জন্য ধ্বংস অবধারিত, প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা ধ্বংস হয় আর যাদের জীবিত থাকার কথা, প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা জীবিত থাকে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় কম। যদি তিনি তোমাকে এমন দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় অনেক, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং কাজে পরস্পর বিরোধ করতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে ভীরুতা ও বিবাদ থেকে নিরাপদ রেখেছেন। আল্লাহ মানুষের মনের খবর সম্পর্কে সম্যক অবগত।

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

আরো স্মরণ কর, তোমরা যখন পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিলে, তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের চোখে স্বল্পসংখ্যক এবং তাদের চোখে তোমাদেরকে অধিক সংখ্যক দেখিয়েছিলেন, যা সংঘটিত হওয়ার ছিল তা ঘটাবার জন্য। আর সব কিছু তো আল্লাহ'র সমীপেই প্রত্যাবর্তিত হয়। – আয়াত ঃ ৪২-৪৪

হে মুজাহিদগণ! তোমরা দৃঢ়পদে লড়াই কর এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ কর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর মুখোমুখী হবে, তখন দৃঢ়পদ থাকবে এবং বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফল হতে পার। – আয়াত ঃ ৪৫

হে মুজাহিদগণ! অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে তোমরা বিরত থাক; অন্যথায় সাহসহারা ও দুর্বল হয়ে পড়বে

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর আর পরস্পর বিবাদ কর না। অন্যথায় তোমরা সাহসহারা হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্যধারণ কর; আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ

তোমরা সেই লোকদের ন্যায় হয়ো না, যারা দম্ভভরে ও লোক দেখাবার জন্য আপন ঘর থেকে বের হয়েছিল। তারা লোকদের নিবৃত্ত করে আল্লাহ'র পথ থেকে। আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ডকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

– আয়াত ঃ ৪৬-৪৭

এ দু'টি আয়াতে এবং এর আগের একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদেরকে ছয়টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ১. অবিচল থাকা ২. অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করা ৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা ৪. বিবাদ থেকে বিরত থাকা; তা জিহাদের আমীরের সঙ্গে হোক বা পরস্পর হোক ৫. ধৈর্যধারণ করা এবং ৬. দম্ভভরে লোকদেরকে নিজেদের শক্তি ও শান দেখাবার জন্য বের না হওয়া।

শয়তান তার বন্ধুদের ধোঁকা দিয়েছে

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّىْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ إِنِّىْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

স্মরণ কর, শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে শোভন করে দিল এবং বলতে শুরু করল, আজ কোন মানুষই তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না; আর আমি তোমাদের পার্শ্বেই আছি। কিন্তু পরে যখন দু'টি দল পরস্পর মুখোমুখী হল, তখন সে পিছন দিকে কেটে পড়ল এবং বলল, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছ না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। – আয়াত ঃ ৪৮

এটিও বদর যুদ্ধের ঘটনা। যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিকে শয়তান এক আরব নেতার রূপ ধরে মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কিন্তু পরে যখন আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতরণ করতে শুরু করেন, তখন সে পালিয়ে যায়। পরবর্তী তিনটি আয়াতেও বদর যুদ্ধের কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

إِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِيْنُهُمْ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা বলতে শুরু করল যে, এদের (মুসলমানদের) দ্বীন এদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে। বস্তুত যে আল্লাহ'র উপর ভরসা রাখে, সে নিশ্চিন্ত। কেননা, আল্লাহ অতি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

অর্থাৎ সংখ্যায় এত নগণ্য এবং নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের অস্ত্রসজ্জিত শক্তিশালী বিপুলসংখ্যক সৈন্যের মোকাবেলায় এগিয়ে আসা প্রমাণ করে যে, এরা ধোঁকায় পড়েছে। জবাবে আল্লাহ বলছেন, এটি ধোঁকা নয়– তাওয়াক্কুল।

وَلَوْ تَرٰى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ

তুমি যদি দেখতে পেতে, যখন ফেরেশতা কাফিরদের জান কবজ করে; প্রহার করে তাদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে এবং বলে, ভোগ কর জাহান্নামের শাস্তি।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

এ হল সেই কর্মের পরিণতি, যা তোমাদের হাত পূর্বে প্রেরণ করেছে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। – আয়াত ঃ ৪৯-৫১

كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ إِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

এদের (মক্কার মুশরিকদের) অবস্থা ফেরআউনের অনুসারী এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল, তাদের ন্যায়। তারা আল্লাহ'র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে; ফলে আল্লাহ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেন। আল্লাহ শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা।

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ

তার কারণ এই যে, আল্লাহ কখনো পরিবর্তন করবার নন সেসব নেয়ামত,

যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছেন, যতক্ষণ না তারা পাল্টে দেয় নিজেদের নীতি-আদর্শ। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।

حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

ফেরআউনের অনুসারী এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায় এরাও এদের রব-এর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে। তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি আর ডুবিয়ে মেরেছি ফেরআউনের বংশধরদের। তারা সকলে-ই ছিল জালিম। – আয়াত ঃ ৫২-৫৪

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ

আল্লাহ্'র নিকট নিকৃষ্ট জীব তারা, যারা কুফরী করে এবং ঈমান রাখে না।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

তাদের মধ্য থেকে তুমি যাদের সঙ্গে চুক্তি করেছ, তারা প্রতিবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং পরে সাবধান হয় না।

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ

কাজেই যুদ্ধে যখনই তুমি তাদেরকে আয়ত্বে পাবে, পিছনের লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুমি তাদেরকে এমন শাস্তি দেবে, যাতে তারা শিক্ষা পায়।

فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা কর, তবে তোমার চুক্তিও তুমি তাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দাও এমনভাবে, যেন তোমরা ও তারা সমান হয়ে যাও। বিশ্বাস ভঙ্গকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। – আয়াত ঃ ৫৫-৫৮

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَاۗىِٕنِيْنَ

আয়াতের মর্ম হল, যেসব কাফির তাদের কুফরীর উপর অটল এবং বারংবার চুক্তি ভঙ্গ করে, তারা আল্লাহ্'র সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব। যুদ্ধে যখনই এদেরকে নাগালে পাওয়া যাবে, এমন শাস্তি দিতে হবে, যেন বংশ পরম্পরায় সে

কথা মনে থাকে। প্রিয়নবী (সাঃ) যেমনটি করেছিলেন বনু কুরায়জার সঙ্গে। আর যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি বাতিল করে দেয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু বিষয়টি আগেই তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে, যাতে তোমরা এবং তারা আপন আপন নিরাপত্তায় সমানভাবে সজাগ হতে পার। এমন যেন না হয় যে, হঠাৎ বাহিনী নিয়ে গিয়ে চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দিলে। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারী ও প্রতারককে ভালবাসেন না। তবে যদি কাফিররা এমনটি মনে করে যে, তোমাদের এই নীতি অনুযায়ী কাজ করায় তারা তোমাদের ক্ষতিসাধন করার সুযোগ পাবে, তো এটি তাদের ভুল ধারণা। পরবর্তী আয়াতে এ-কথাটিই বিবৃত হয়েছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ

কাফিররা যেন কখনো মনে না করে যে, তারা রক্ষা পেয়ে গেছে। (আল্লাহকে) তারা কখনো শক্তিহীন করতে পারবে না। – আয়াত ঃ ৫৯

হে মুসলমানগণ! তোমরা জিহাদের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ কর

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

আর কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তোমরা যত পার শক্তি ও অশ্ববাহিনীর প্রস্তুতি নাও, যা দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ'র শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে। এছাড়া অন্যদেরও যাদের তোমরা চেন না, আল্লাহ চেনেন। আর আল্লাহ'র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তোমাদেরকে তার পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। – আয়াত ঃ ৬০

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার ন্যায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া এবং আবশ্যক পরিমাণ যুদ্ধের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে রাখাও ফরজ।

আলোচ্য আয়াতে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক যুগোপযোগী যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রাখা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

আর যদি তারা (কাফিররা) সন্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে, তবে তুমিও তার প্রতি আগ্রহী হও এবং আল্লাহ'র উপর ভরসা কর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِىْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ

যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে, তো তোমার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনি-ই তো তাঁর সাহায্য এবং মুমিনদের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন।

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

আর তিনি-ই তাদের (মুমিনদের) পরস্পরের হৃদয়ের মাঝে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর সব সম্পদ ব্যয় করেও তুমি তাদের মাঝে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মাঝে প্রীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

হে নবী! তোমার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট এবং মুমিনদের যারা তোমার অনুসারী হয়েছে, তাদের জন্যও।

– আয়াত ঃ ৬১-৬৪

কাফিররা যদি তোমার কাছে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে, তাহলে সরল মনে তুমি তাদের প্রস্তাব মেনে নাও। তারপর যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় প্রতারণা করা, তাহলে তাদের সঙ্গে বুঝা-পড়া করার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। আগেও আমি তোমাকে সব রকম সাহায্য করেছি এবং তোমার সহযোগিতার জন্য মুমিনদের প্রস্তুত করেছি। এক কালে যারা ছিল একে অপরের খুনের পিয়াসী, আমার-ই অনুগ্রহে এখন তারা পরিচিত হয়েছে তোমার নবুওতের মশালধারী হিসেবে।

মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ

হে নবী! তুমি মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়পদ লোক থাকে, তবে তারা জয়ী হবে দু'শ জনের উপর। আর যদি হয় তারা একশত জন, তাহলে বিজয়ী হবে এক হাজার কাফিরের উপর। কারণ, তারা অবুঝ জাতি।

اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضُعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে একশত জন দৃঢ়পদ লোক থাকলে, তারা দুইশত জনের বিরুদ্ধে জয়ী হবে। আর যদি থাকে এক হাজার, তবে আল্লাহ'র হুকুমে তারা জয়লাভ করবে দু' হাজার জনের উপর। আল্লাহ দৃঢ়চিত্ত লোকদের সঙ্গে আছেন। – আয়াত ঃ ৬৫-৬৬

বদর যুদ্ধে বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করার ব্যাপারে সাবধান বাণী

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

নবীর জন্য উচিত নয় নিজের কাছে বন্দী রাখা, যতক্ষণ না মানুষ দেশে ব্যাপক রক্তপাত ঘটায়। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর; অথচ, আল্লাহ কামনা করেন আখিরাত। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لَوْ لَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

যদি একটি বিষয় না হত, যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ, সে জন্য বিরাট আযাব এসে পৌঁছাত।

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

সুতরাং তোমরা গনীমত হিসাবে খাও তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে যে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মঙ্গল চিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন, যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

আর যদি তারা তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে চায়– বস্তুত তারা আল্লাহ'র সঙ্গেও ইতিপূর্বে প্রতারণা করেছে, তারপর তিনি তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত, সুকৌশলী। – আয়াত ঃ ৬৭-৭১

বদর যুদ্ধে সত্তরজন কাফির মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং আরো কতক সাহাবীর অভিমত ছিল, মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া হোক। পক্ষান্তরে হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন তাদের হত্যা করার পক্ষে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথম অভিমত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। কিন্তু পরক্ষণে আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করে সাবধান করে দেন যে, এ মুহূর্তে কাফিরদের ব্যাপক রক্ত ঝরানো প্রয়োজন। তবেই তাদের শক্তি ও দাপট হ্রাস পাবে। এই সাবধান বাণীর সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কুরআন ক্ষমারও ঘোষণা প্রদান করে এবং আদায়কৃত মুক্তিপণকে হালালরূপে ঘোষণা দেয়। ইসলামের বন্দি নীতির বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে।

দারুল হরবে অবস্থানরত মুসলমানদের বিধান

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِنْ وِّلَايَتِهِمْ مِنْ شَىْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ'র রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য-সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে; কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। অবশ্য যদি তারা দ্বীনের কাজে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুত তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সবই দেখেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ

আর যারা কাফির, তারা পরস্পর পরস্পরের সহযোগী-বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ

আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়েছে এবং আল্লাহ'র রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তারাই হল সত্যিকার মুমিন। তাঁদের জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰئِكَ مِنْكُمْ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ি ছেড়েছে এবং তোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত যারা আত্মীয়, আল্লাহ'র বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয়ে সক্ষম ও অবগত। – আয়াত ঃ ৭২-৭৫

সূরা তাওবা

এ সূরায় জিহাদ সম্পর্কীয় আয়াত সংখ্যা ৮৫

জাযীরাতুল আরব থেকে কুফর ও শিরক নির্মূলের ঘোষণা মুশরিকদের সর্বশেষ সুযোগ প্রদান এবং যুদ্ধ ও শান্তির মূলনীতি

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ

সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।

فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ

ব্যস, তোমরা পরিভ্রমণ কর এদেশে চার মাসকাল। আর জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন।

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

আর মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফিরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

তবে যে মুশরিকদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, তারপর তারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন।

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তারপরে নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও, তাদের বন্দি কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহ'র কালাম শুনতে পারে, তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিবে। এটি এ জন্যে যে এরা বুঝে না।

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا

মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহ'র নিকট ও তাঁর রাসূলের নিকট কিরূপে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ মসজিদুল হারামের নিকট। অতএব যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্যে সরল থাকে, তোমরাও

তাদের জন্য সরল থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন।

اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

কিরূপে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।

كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ

তারা আল্লাহ'র আয়াতসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, অতঃপর লোকদেরকে বিরত রাখে তাঁর পথ থেকে। তারা যা করে চলছে, তা অতি নিকৃষ্ট।

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ اِنَّهُمْ سَاۤءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার আর না অঙ্গীকারের। তারাই সীমালংঘনকারী।

لَا يَرْقُبُوْنَ فِىْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ

অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। আর আমি বিধানসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্যে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি।

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

– আয়াত ঃ ১-১১

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ৮ম হিজরীতে যখন মক্কা জয় করলেন, তখন মুশরিকদের গোত্রগুলো ছিল চার পর্যায়ে ঃ ১. যাদের সাথে নবীজী (সাঃ)-এর কোন চুক্তি ছিল না। ২. যাদের সঙ্গে চুক্তি ছিল; তবে নির্ভরযোগ্য নয়। ৩. যাদের সঙ্গে নির্ভরযোগ্য চুক্তি ছিল বটে; কিন্তু তারা তা লংঘন করে ফেলেছিল। ৪. যাদের সঙ্গে নবীজী (সাঃ)-এর নির্ভরযোগ্য চুক্তি ছিল এবং তারা যথাযথভাবে তা পালন করছিল।

উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা এই চার প্রকার মুশরিকের বিধান ঘোষণা করেছেন। প্রথমোক্ত দু' শ্রেণীর মুশরিকদেরকে চার মাসের সময় প্রদান

করেছেন যে, এই চার মাস তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে না। এর মধ্যে তারা নিজেদের ব্যাপারে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেবে। তারা যদি ঈমান আনয়ন করে, তাহলে তারা মুসলমানদের ভাই। অন্যথায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে তৃতীয় প্রকার মুশরিকদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি তারা আগেই লংঘন করেছে। তাই সম্মানিত মাসগুলোর খাতিরে এক্ষুণি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা না গেলেও যখনি সম্মানিত মাস শেষ হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

চতুর্থ প্রকার মুশরিকদের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু এ মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদের সঙ্গে নতুন করে আর চুক্তি করা যাবে না।

অবশেষে সমভাবে মুশরিকদেরকে নিরাপত্তা প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়েছে, যাতে তারা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পায়।

মুশরিকদের ভয় কর না; ভয় কর একমাত্র আল্লাহকে আর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর

وَإِنْ نَكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ

আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ তাদের কোন শপথ নেই, যাতে তারা ফিরে আসে।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

তোমরা কি সেই দলের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সংকল্প নিয়েছে রাসূলকে বহিষ্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ– যদি তোমরা মুমিন হও।

– আয়াত ঃ ১২-১৩

আল্লাহ'র পথে লড়াই করার ছয় উপকারিতা

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

যুদ্ধ কর তাদের সঙ্গে, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

– আয়াত ঃ ১৪-১৫

যতদিন পর্যন্ত এবং যখন-ই মুসলমানরা জিহাদ করেছে, তারা এই ছয়টি উপকারিতা লাভ করেছে। কিন্তু যখন-ই তারা জিহাদ পরিত্যাগ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে এই ছয় উপকারিতার পরিবর্তে উল্টো তারা ছয়টি আজাবের সম্মুখীন হয়েছে। যেমন বর্তমান অবস্থা ঃ ১. তারা কাফির-মুশরিকদের হাতে নির্যাতন ভোগ করে চলেছে ২. অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হচ্ছে ৩. পৃথিবীর সর্বত্র তারা কাফিরদের কাছে পরাভূত ৪. হৃদয় তাদের আহত-ক্ষত-বিক্ষত ৫. অন্তরে বেদনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে এবং ৬. তারা আল্লাহ'র সুদৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

হায়! যদি মুসলমানরা জাগ্রত হত! যদি মুসলমানরা জিহাদের বরকতময় আমলকে বাস্তবায়িত করে আল্লাহর ঘোষিত এই ছয়টি উপকারিতা অর্জন করত!

জিহাদে বের হয়ে ঈমানের প্রমাণ দাও

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে? আর তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। – আয়াত ঃ ১৬

জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করে দেখতে চান যে, মুসলমানদের কারা আল্লাহ'র পথে নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে এবং আল্লাহ, আল্লাহ'র রাসূল ও মুমিনদের ব্যতীত কাউকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে না। জিহাদই মুমিনের ঈমান পরিমাপ করার মানদন্ড।

আল্লাহ'র নিকট জিহাদের সমান অন্য কোন আমল নেই

তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহ'র রাহে? এরা আল্লাহ'র দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালিম লোকদের হেদায়েত করেন না।

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ'র রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে; তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ'র কাছে আর তারাই সফলকাম।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ

তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের রব স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, তাদের জন্য সেখানে আছে স্থায়ী শান্তি।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ

তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ'র কাছে আছে মহা-পুরস্কার। – আয়াত ঃ ১৯-২২

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

একদা এক বৈঠকে সাহাবা কিরাম বলাবলি করছিলেন যে, মুসলমানদের সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ আমল কোন্‌টি। নানাজন নানা মত পেশ করছিলেন। অবশেষে সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি নবীজী (সাঃ)-এর সমীপে উত্থাপিত হয়। তখন

সাহাবাগণের জিজ্ঞাসার জবাবে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, যাতে জিহাদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঘর-বাড়ি যেন জিহাদের পথে প্রতিবন্ধক না হয়

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا اٰبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوْا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা ও ভাইদেরকে অভিভাবক মেনে নিও না; যদি তারা কুফরকে ঈমান অপেক্ষা প্রিয় ভাবে। তোমাদের যারা এমন লোকদেরকে আপন হিসেবে গ্রহণ করে নিবে, তারা সীমালংঘনকারী।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنَ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

তুমি বলে দাও, তোমাদের বাপ-দাদা, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, সেই ব্যবসা, যা তোমরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের প্রিয় ঘর-বাড়ি যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহ'র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশী প্রিয় হয়ে থাকে, তবে তোমরা আল্লাহ'র বিধান (শাস্তি) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ নাফরমান জাতিকে হেদায়াত দান করেন না। – আয়াত ঃ ২৩-২৪

জিহাদে কখনো নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও শক্তির গৌরব কর না ঃ হুনাইন যুদ্ধের ঈমানদীপ্ত কাহিনী

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ

আল্লাহ তোমাদেরকে বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং হুনাইনের দিনেও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে চমৎকৃত করেছিল। কিন্তু

تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ

শেষ পর্যন্ত সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন উপকারে আসেনি এবং বিশাল-বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে পিঠ দেখিয়ে তোমরা পলায়ন করেছিলে।

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ

তারপর আল্লাহ তোমাদের সাহায্যার্থে প্রশান্তি নাযিল করলেন তাঁর রাসূলের উপর ও মুমিনদের উপর। আর অবতারণ করেছেন এক সৈন্য বাহিনী, যা তোমরা দেখনি। আর শাস্তি দেন কাফিরদেরকে। কাফিরদের পরিণতি অমন-ই হয়ে থাকে।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তারপরও আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাপরায়ণ হতে পারেন; আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। – আয়াত ঃ ২৫-২৭

জাযীরাতুল আরব-এর ফেতনামুক্ত হওয়ার ঘোষণা ঃ মুশরিকরা পংকিলতার স্তূপ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَاءَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

হে মুমিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। অতএব তারা যেন এ বছরের পর আর মসজিদুল হারামের কাছে না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তো আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে স্বীয় অনুগ্রহে অচিরেই তিনি তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। – আয়াত ঃ ২৮

এ হল জিহাদের বরকত। যে পবিত্র ভূমি থেকে মুশরিকরা নবীজী (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের বিতাড়িত করেছিল, সেই মক্কা এখন ইসলামের কেন্দ্রভূমি। জিহাদের বদৌলতে কুফর-শিরক-এর নাম-চিহ্নও মুছে গেছে সেখান থেকে।

আহলে কিতাব কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর; যতক্ষণ না তারা অবনত মস্তকে জিযিয়া প্রদান করে

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ

তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবদের সেইসব লোকদের বিরুদ্ধে, যারা না ঈমান রাখে আল্লাহ'র প্রতি, না আখিরাতের প্রতি এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তাকে হারাম জ্ঞান করে না এবং সত্য দ্বীনের (ইসলামের) অনুসরণ করে না; যতক্ষণ না তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া দিতে সম্মত হয়। – আয়াত ঃ ২৯

এর পরবর্তী দু'টি আয়াতে আহলে কিতাবদের সেইসব অপরাধের বিবরণ দেয়া হয়েছে, যার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যেমন–

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ نِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

ইহুদীরা বলে, ওজাইর আল্লাহ'র পুত্র আর খৃষ্টানরা বলে, মাসীহ আল্লাহ'র পুত্র। এসব তাদের মুখের কথা মাত্র। পূর্বে যারা কুফরী করেছিল, এরা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। কোন্ উল্টো পথে তারা?

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারিয়াম-পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদের এক আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তারা যাকে শরীক করে, তা হতে তিনি পবিত্র। – আয়াত ঃ ৩০-৩১

ইসলাম এসেছে বিজয়ী হওয়ার জন্য ঃ মুখের ফুৎকারে তাকে নির্বাপিত করা যাবে না

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّٰهُ اِلاَّ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

মানুষ মুখের ফুৎকারে আল্লাহ'র জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ কাফিররা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চান না।

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

তিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন; উদ্দেশ্য, তাকে সব মতবাদের উপর বিজয়ী করবেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করুক। – আয়াত ঃ ৩২-৩৩

ইসলাম বিজয়ী হওয়ার জন্য পৃথিবীতে এসেছে। ইসলামের দাওয়াতের পিছনে আছে জিহাদের শক্তি। তাবৎ বিশ্বের কাফিরদের সব শক্তি ও সকল প্রকার ষড়যন্ত্র সেই ফুৎকার অপেক্ষা বেশী কিছু নয়, যা একজন মানুষ সূর্যের আলোকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য মেরে থাকে। হায় যদি মুসলমানরা জিহাদের আমলকে পৃথিবীর বুকে পুনরায় জীবিত করত, তবে বিশ্ব এর বাস্তব নমুনাও প্রত্যক্ষ করত।

আল্লাহ'র পথে অধিক পরিমাণ সম্পদ ব্যয় কর; অন্যথায় এই সম্পদ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

হে মুমিনগণ! (আহলে কিতাবদের) বহু পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগী অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করে আর লোকদেরকে আল্লাহ'র পথ থেকে বিরত রাখে। যারা সোনা-রূপা পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহ'র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে তুমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

সেদিন তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপাল, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে (আর বলা হবে) এই সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। এবার আস্বাদন কর, যা তোমরা পুঞ্জিভূত করে রেখেছিলে।

– আয়াত ঃ ৩৪-৩৫

আলোচ্য আয়াতগুলোতে জিহাদসহ সকল দ্বীনী কাজে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং কৃপণতার শাস্তির কথা বিবৃত হয়েছে।

তোমরা মুশরিকদের সঙ্গে সর্বাত্মক লড়াই কর, যেমনি তারা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করছে

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ'র কিতাবে আল্লাহ'র নিকট মাস গণনা বার মাস। তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। এটি-ই সরল দ্বীন। সুতরাং এই মাসগুলোতে তোমরা নিজেদের উপর জুলুম কর না এবং সর্বাত্মকভাবে মুশরিকদের সঙ্গে লড়াই কর, যেমনি তারা লড়াই করে তোমাদের সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

– আয়াত ঃ ৩৬

সম্মানিত মাস হল চারটি, যীকাদাহ, যিলহিজ্জাহ, মুহাররম ও রজব। এই মাসগুলোর সম্মানার্থে মক্কার যুদ্ধবাজ মুশরিকরা এ সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকত। ইসলামও সেদিকে লক্ষ্য রেখেছে। কিন্তু তথাপি ইসলাম এই মাসগুলোতে জিহাদ নিষিদ্ধ করেনি। এখন এই মাসগুলোর সম্মান হল, এতে জুলুম-অত্যাচার ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা।

যদি জিহাদ না কর, তাহলে তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবে

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ

হে মুমিনগণ! তোমাদের কী হল যে, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহ'র পথে (জিহাদে) অভিযানে বের হও, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যাও। তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আছ? বস্তুত দুনিয়ার স্বার্থ-সম্পদ তো আখিরাতের তুলনায় নিতান্ত সামান্য।

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَاتَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

তোমরা যদি জিহাদে বের না হও, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন– যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আর তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন (এবং তাদের থেকে কাজ আদায় করবেন) তোমরা তাঁর কোন-ই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

তোমরা যদি তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ সে সময়েও তাকে সাহায্য করেছেন, যখন তাকে কাফিররা বহিষ্কার করে দিয়েছিল, যখন সে ছিল দু'জনের একজন। যখন তারা দু'জন ছিল গুহায়। যখন সে তার সাথীকে (আবু বকর সিদ্দীককে) বলল, দুঃখ কর না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। তারপর আল্লাহর তার উপর তাঁর প্রশান্তি অবতারণ করেন এবং তাকে এমন বাহিনী দ্বারা শক্তিশালী করেন, যাদের তোমরা দেখনি। বস্তুত আল্লাহ কাফিরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। – আয়াত ঃ ৩৮-৪০

এমন কঠিন কঠিন হুঁশিয়ারী শুনেও কি কোন মুসলমান জিহাদ ছেড়ে বসে থাকতে পারে?

ইচ্ছা হোক আর না হোক, হালকা হও আর ভারী হও; সর্বাবস্থায়-ই জিহাদে বের হতে হবে

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

রণসম্ভার স্বপ্ন বা প্রচুর হোক, তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড় এবং নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ'র পথে জিহাদ কর। এটি-ই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা বুঝ।

– আয়াত ঃ ৪১

এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবা কিরাম তাদের গোটা জীবন আল্লাহ'র পথে জিহাদে অতিবাহিত করেছেন এবং কেউ ছলছুতা দেখিয়ে জিহাদ থেকে বিমুখ হওয়ার চেষ্টা করেননি।

মুনাফিকদের জিহাদ থেকে পলায়ন করার বাহানা এবং পবিত্র কুরআনের ঘোষণা

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকত আর সফর সংক্ষিপ্ত হত, তাহলে তারা (মুশরিকরা) নিশ্চয় তোমার অনুসরণ করত। কিন্তু যাত্রাপথ তাদের নিকট সুদীর্ঘ মনে হল। আর এখন তারা আল্লাহ'র পথে শপথ করে বলবে, সাধ্য থাকলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম। তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে। আল্লাহ জানেন, তারা মিথ্যাবাদী।

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ

আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন; কারা সত্যবাদী তোমার নিকট তা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদেরকে (অভিযানে বের না হওয়ার) অনুমতি দিলে?

– আয়াত ঃ ৪২-৪৩

জিহাদে বের হওয়ার নিয়ত থাকলে তারা তার প্রস্তুতি গ্রহণ করত

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ

যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে, তারা তোমার নিকট তাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ না করার অনুমতি প্রার্থনা করে না। (বরং তারা তোমার সঙ্গে ছুটে চলে) আল্লাহ মুত্তাকীদের ভাল করেই জানেন।

اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ

তোমার নিকট (জিহাদে না যাওয়ার) অনুমতি তো তারা-ই প্রার্থনা করে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না এবং যাদের অন্তর সংশয়যুক্ত। তারা তাদের-ই সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ

তাদের যদি জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা থাকত, তবে অবশ্যই তারা তার সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখত। কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহ'র মনঃপূত ছিল না। তাই তিনি তাদের বিরত রাখেন এবং তাদের বলা হল, তোমরা বসে থাক বসে থাকা লোকদের (পঙ্গু ও নারীদের) সঙ্গে।

– আয়াত ঃ ৪৪-৪৬

আলোচ্য আয়াতগুলোতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য যারা ছলছুতা দেখিয়ে জিহাদ থেকে বিরত থাকবে, তাদের সত্যতা ও মিথ্যাবাদীতার একটি মাপকাঠির বিবরণ দেয়া হয়েছে। তা হল, যে ব্যক্তি পূর্ব থেকে জিহাদের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আছে; কিন্তু যথাসময়ে ওজর দেখা দেয়ায় জিহাদে যেতে পারল না, সে সত্যবাদী। কিন্তু যে ব্যক্তি না মনে কখনো জিহাদের সংকল্প করেছে, না জিহাদের কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, জিহাদ থেকে বিমুখ থাকার জন্য তারা নানা রকম ওজর-অজুহাত দাঁড় করায় এবং বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে। এ চরিত্রের মানুষগুলো মিথ্যাবাদী। জিহাদের মত একটি মহৎ কাজের জন্য

আল্লাহ তাদের কবুল করতে চান না। কারণ, তারা জিহাদে বের হলেও মুসলমানদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবে না। পরবর্তী আয়াতগুলোতে তার বিবরণ রয়েছে।

তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হত, তবে তারা ফেতনাই ছড়াত জিহাদ থেকে পলায়নকারী মুনাফিকদের বিস্তারিত বিবরণ

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَا زَادُوْكُمْ اِلاَّ خَبَالاً وَلاَ اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ

যদি তারা তোমাদের সঙ্গে বের হত, তাহলে তারা তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করত না এবং ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মাঝে ছুটোছুটি করত। আর তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। আল্লাহ জালিমদের ব্যাপারে সম্যক অবগত।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ

এর আগেও তারা ফেতনা সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছিল এবং তোমার কর্মকান্ডকে লন্ড-ভণ্ড করে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। এক পর্যায়ে সত্য প্রতিশ্রুতি (মুসলমানদের বিজয়ের মুহূর্ত) এসে গেল এবং তাদের ইচ্ছার বিপক্ষে আল্লাহর বিধান-ই বিজয়ী রইল।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلاَ تَفْتِنِّيْ اَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ

তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না। শুনে রাখ, ফেতনার মধ্যে তো তারা পড়ে-ই আছে। আর জাহান্নাম কাফিরদের ঘিরে-ই রয়েছে। – আয়াত ঃ ৪৭-৪৯

তাবুক যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা নানা রকম অজুহাত দাঁড় করায়। এক মুনাফিক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রোমের মেয়েরা অত্যন্ত রূপসী। ওখানে গেলে আমি গোমরাহ হয়ে যাব, আমার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। উল্লেখিত আয়াতগুলোতে জাদ ইবনে কায়স নামক সেই মুনাফিকের বিবরণ প্রদান করে তার কপট তাক্ওয়ার মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে।

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُوْنَ

যদি তোমার কোন কল্যাণ (বিজয় ও গনীমত) লাভ হয়, তবে তা তাদেরকে পীড়া দেয়। আর যদি তোমার উপর বিপদ নেমে আসে, তাহলে তারা বলে, আমরা তো নিজেদের কাজ পূর্ব থেকে-ই সামলে নিয়েছিলাম। (অর্থাৎ আমরা সাবধানতা অবলম্বন করেছি এবং জিহাদে বের হয়নি) এবং তারা উৎফুল্ল মনে কেটে পড়ে।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

তুমি বলে দাও, আমাদের জন্য আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কোন বিপদ আমাদের গ্রাস করতে পারে না। তিনি-ই আমাদের মালিক। মুমিনদের আল্লাহর-ই উপর ভরসা রাখা উচিত।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلاَّ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖ اَوْ بِاَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوْا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ

তুমি বলে দাও, তোমরা তো আমাদের দু' কল্যাণের একটির অপেক্ষা করছ। (অর্থাৎ আমরা যদি বিজয় লাভ করি, তবে তা-ও আমাদের জন্য কল্যাণ আর যদি শহীদ হই, তা-ও কল্যাণ।) আর আমরা প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ যেন তোমাদেরকে শাস্তি দেন সরাসরি নিজের পক্ষ থেকে কিংবা আমাদের হাতে। কাজেই তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষমান।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ

তুমি বলে দাও, তোমরা ব্যয় কর ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে, তোমাদের পক্ষ থেকে কক্ষনো তা গৃহীত হবে না। তোমরা তো নাফরমান সম্প্রদায়।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ

তাদের সাহায্য গ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে শুধু এই জন্য যে, তারা আল্লাহ'র সঙ্গে ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে কুফরি করেছে আর তারা নামায আদায় করে অলস মনে এবং ব্যয় করে অনিচ্ছাকৃতভাবে।

তাবুক যুদ্ধের সময় কতিপয় মুনাফিক প্রস্তাব করেছিল যে, আমরা তো নিজেরা জিহাদে যেতে পারছি না, তবে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারি। আল্লাহ তাআলা তাদের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে দেন এবং ঘোষণা করেন, তোমাদের সম্পদ জিহাদের কাজে গৃহীত হবে না।

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ

যাহোক, তাদের সম্পদ ও সন্তান তোমাকে বিমুগ্ধ না করে যেন। আল্লাহ'র অভিপ্রায় হল, এর (সম্পদ ও সন্তান) দ্বারা পার্থিব জীবনে তাদের শাস্তি দেবেন এবং তারা কাফির থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহত্যাগ করবে।

নিজেদের ঈমান প্রকাশ ও লোক দেখানোর জন্য অনেক সময় মুনাফিকদের জিহাদে সম্পদ ব্যয় করতে হত এবং অনেক সময় তাদের সন্তানরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিহাদে চলে যেত। এমতাবস্থায় এই সম্পদ ও সন্তান তাদের মনোঃকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত।

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ

আর তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, তারা তোমাদের-ই অন্তর্ভুক্ত। (অর্থাৎ তারা মুসলমান) অথচ তারা তোমাদের দলভুক্ত নয়। তারা ভীতু মানুষ। (তোমাদেরকে তারা ভয় করে থাকে)

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ

যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরি-গুহা কিংবা মাথা গোজার ঠাঁই পেয়ে যায়, তবে তারা সেদিকে ক্ষিপ্রগতিতে পালিয়ে যাবে।

– আয়াত ঃ ৫০-৫৭

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের পরিচয় লাভের মূলনীতির বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং মুজাহিদদের জন্য শিক্ষামূলক দিক-নির্দেশন দেয়া হয়েছে।

যাকাতের সম্পদে মুজাহিদদেরও অধিকার রয়েছে

وَمِنْهُمْ مَنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ

তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা সদকার ব্যাপারে (যাকাত–খয়রাত-মালে গনীমত) তোমাকে দোষারোপ করছে। যদি তা থেকে তাদের দেয়া হয়, তবে তারা পরিতুষ্ট হয়। আর যদি দেয়া না হয়, তাহলে তারা নারাজ হয়ে যায়।

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ

ভাল হত, যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তারা সন্তুষ্ট থাকত আর বলত, আমাদের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট, আল্লাহ আমাদেরকে নিজ করুণায় দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও। আল্লাহর সন্তুষ্টি-ই আমাদের কাম্য।

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

যাকাত কেবল ফকীর-মিসকীন, যাকাত আদায়ের কর্মী আর যাদের মনোরঞ্জন প্রয়োজন, তাদের প্রাপ্য। (আরো ব্যয়িত হবে) মুক্তি আদায়ের কাজে, (দাস ও বন্দী) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের ঋণ আদায়ে আর আল্লাহ'র পথে জিহাদে এবং মুসাফিরদের জন্য। এ হল আল্লাহ'র বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

– আয়াত ঃ ৫৮-৬০

আজ মুসলমান জানতে চায়, জিহাদে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে কিনা। এ প্রশ্নের জবাবে আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করুন এবং দেখুন, আল্লাহ যাকাতের কোন্ কোন্ খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

হে নবী! তুমি জিহাদ কর কাফির ও মুনাফিকদের সঙ্গে

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

হে নবী! তুমি জিহাদ কর কাফির ও মুনাফিকদের সঙ্গে এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট ঠিকানা!

– আয়াত ঃ ৭৩

আলোচ্য আয়াতে জিহাদ শব্দকে ব্যাপক অর্থবোধক রাখা হয়েছে। যার অর্থ হল, ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদের সঙ্গে যখন যেভাবে প্রয়োজন মোকাবেলা কর। আর মুনাফিকদের প্রতি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে হবে, ওদের কোন প্রকার ছাড় দেয়া যাবে না। কারণ, তাদের নিফাক ও অপতৎপরতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যেমন পরবর্তী আয়াতগুলোতে তাদের ভয়ানক ষড়যন্ত্রের বিবরণ রয়েছে। এ কারণে কোন কোন আলিমের অভিমত হল, মুনাফিকদের কপটতা ও অপতৎপরতা যখন প্রকাশ্য রূপ লাভ করবে, তখন তাদের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ করাও বৈধ হয়ে যায়।

তাবুক যুদ্ধের সময় নবী কারীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا وَمَا نَقَمُوْا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا

তারা শপথ করে বলে যে, আমরা (অমুক কথা) বলিনি, অথচ তারা বলেছে কুফরী বাক্য, কুফরী করেছে ইসলাম গ্রহণের পর আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর, যা তারা পায়নি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদের যে সম্পদশালী করেছিলেন, এ তার-ই প্রতিশোধ মাত্র। এখন যদি তারা তাওবা করে নেয়, তবে তা হবে তাদের জন্য মঙ্গলময়। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি

اَلِيْمًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِن وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

প্রদান করবেন। আর পৃথিবীতে তাদের না থাকবে কোন অভিভাবক, না থাকবে কোন সহায়ক। – আয়াত ঃ ৭৪

তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে বারজন মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু নবী (সাঃ) ও তাঁর দেহরক্ষীদের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার ফলে তাদের সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। পরে তারা কসম করে বলে যে, আমরা এমন কোন পরিকল্পনা নেইনি। আলোচ্য আয়াতে সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে হলে সীরাত ও তাফসীরের গ্রন্থাবলী পড়ুন।

তাবুক যুদ্ধের সময় মুনাফিকদের আপত্তিকর কর্মতৎপরতা

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ

পিছনে থেকে যাওয়া (মুনাফিক) লোকেরা আল্লাহ'র রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করল আর নিজেদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপছন্দ করল আর বলল, তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না। তুমি বলে দাও (হে রাসূল!) উত্তাপে জাহান্নামের আগুন আরো প্রচন্ড। যদি তারা বুঝত!

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অতএব, তারা সামান্য (অল্প ক'দিন) হেসে নিক। নিজ কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের অনেক কাঁদতে হবে।

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَاۤئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا اِنَّكُمْ

আল্লাহ যদি তোমাকে (এই অভিযানের পর) তাদের কোন সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়ে আনেন আর তারা তোমার নিকট অভিযানে বের হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে, তবে তুমি বলে দিও, তোমরা কখনো আমার সঙ্গে বের হবে না আর আমার সঙ্গে শত্রুর

رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ

মোকাবেলায় লড়াইও করবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকা-ই পছন্দ করেছিলে। সুতরাং যারা পিছনে বসে থাকে, তোমরা তাদেরই সঙ্গে বসে থাক।

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ

তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার জানাযা পড়বে না, তার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াবেও না। তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সঙ্গে কুফরী করেছে আর তারা মৃত্যুবরণ করেছে নাফরমান অবস্থায়।

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ

তাদের সম্পদ ও সন্তান তোমাকে চমৎকৃত না করে যেন। আল্লাহ'র ইচ্ছা, এই দু' বস্তু দ্বারা তিনি তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দেবেন আর তারা কাফির থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহত্যাগ করবে।

وَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ

যখন এই মর্মে কোন সূরা নাযিল হয় যে, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ'র প্রতি আর জিহাদ কর তাঁর রাসূলের সঙ্গে, তখন তাদের সামর্থবান ব্যক্তিরা তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে এবং বলে, আমাদের ছেড়ে দিন; আমরা বসে থাকি বসে থাকা লোকদের সঙ্গে।

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ

তারা পিছনে থেকে যাওয়া নারীদের সঙ্গে বসে থাকাকে-ই মেনে নিয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। ফলে তারা বুঝে না। – আয়াত ঃ ৮১-৮৭

মুনাফিকরা বসে রইল নারীদের সঙ্গে ঃ পক্ষান্তরে সৌভাগ্যবানরা অভিযানে বের হয়ে ছিনিয়ে এনেছে সাফল্য

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

তবে রাসূল এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা জিহাদ করেছে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা। সব রকম কল্যাণ তো তাদের-ই জন্য। আর তারা-ই তো সফলকাম।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এমন জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহরমালা, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল। তা-ই তো মহা-সাফল্য। – আয়াত ঃ ৮৮-৮৯

প্রকৃত মা'জুর কারা, কাদের উপর জিহাদ ফরজ নয়?

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

জিহাদ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অনুমতি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে কতিপয় বেদুঈন আসল। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করল, তারা বসে রইল। তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, অচিরেই মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের গ্রাস করে ফেলবে।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

দুর্বল, রুগ্ন ও ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই। যখন মনের দিক থেকে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি একনিষ্ঠ হবে। সৎকর্মপরায়ণ লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ

আর তাদেরও কোন অপরাধ নেই, যারা তোমার নিকট (জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে) বাহনের জন্যে আসলে তুমি বলেছিলে, আমি কোন বাহন পাচ্ছি না। তখন তারা ফিরে গিয়েছিল এমন অবস্থায় যে, ব্যয়ভার বহনে অক্ষমতার দুঃখে তাদের চোখ অশ্রু প্রবাহিত করছিল।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاءُ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা অভাবমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে। তারা অন্তঃপুর-বাসিনীদের সঙ্গে থেকে যাওয়াকে-ই মেনে নিয়েছে। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর এটে দিয়েছেন। ফলে তারা বুঝতে পারে না। – আয়াত ঃ ৯০-৯৩

জিহাদ পরিত্যাগকারী মুনাফিকরা ছলছুতা দেখিয়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারবে ঠিক, কিন্তু আল্লাহকে রাজি করতে পারবে না

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

(তাবুক যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে) যখন তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসবে, তখন এরা তোমাদের নিকট এসে অজুহাত পেশ করবে। তুমি তাদেরকে বলে দিও, ছল কর না। আমরা তোমাদেরকে কখনো বিশ্বাস করব না। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের সব খবর বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য রাখবেন এবং তাঁর রাসূলও। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে এমন এক সত্ত্বার সমীপে, যিনি গোপন-প্রকাশ্য সর্ব বিষয়ে অবগত। তারপর তিনি তোমরা যা করতে, তা তোমাদের জানিয়ে দিবেন।

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে-ই দেখবে, তারা তোমাদের নিকট আল্লাহ'র শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের উপেক্ষা কর। তখন তোমরাও তাদের উপেক্ষা করবে। তারা অপবিত্র। নিজ কৃতকর্মের-ই দরুন তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ

তারা তোমাদের সামনে শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক। তোমরা যদি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও-ও, আল্লাহ কিন্তু পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন না। – আয়াত ঃ ৯৪-৯৬

ইসলামের শত্রু খৃষ্টান ও মুনাফিকদের যৌথ সামরিক ষড়যন্ত্র– যাকে ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

যারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা (ইসলামের) ক্ষতিসাধন করবে, তাতে বসে কুফরী কথাবার্তা বলবে, মুমিনদের মাঝে বিবেধ সৃষ্টি করবে এবং (তাকে) ঘাঁটি বানাবে সেই ব্যক্তির জন্য, যে পূর্ব থেকে-ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে। আর তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে, আমরা তো কেবল কল্যাণ-ই চেয়েছিলাম। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যুক।

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ

তুমি সেখানে (তথাকথিত মসজিদে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে) কখনো দাঁড়াবে না। প্রথম দিন থেকে-ই তাক্ওয়ার উপর যে মসজিদ নির্মিত,

يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

তোমার নামায আদায়ের জন্য সেটি-ই অধিকতর যোগ্য। (অর্থাৎ কোবা মসজিদ) তাতে এমন মানুষ আছে, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

যে ব্যক্তি তার ঘরের (মসজিদের) ভিত্তি আল্লাহ'র ভয় ও সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করল, সে উত্তম, নাকি ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে নিজের ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে এমন একটি গর্তের কিনারায়, যা ধসে পড়ার উপক্রম এবং পরে সেটি তাকেসহ (প্রতিষ্ঠাতাকে) জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হল? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

তাদের এই গৃহটি– যা তারা নির্মাণ করল– তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করতে থাকবে। যতক্ষণ না তাদের হৃদয়গুলো টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। - আয়াত ঃ ১০৭-১১০

আবু আমির খাযরাজী নামক এক খৃষ্টান মদীনায় বসবাস করত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন এবং মদীনার সর্বত্র ঈমান ও ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেন, তখন এই লোকটি ঈমানের উপর কুফরকে প্রাধান্য দেয়। মদীনায় উত্তরোত্তর ইসলামের প্রসার ও নিজের অপমান প্রত্যক্ষ করে লোকটি মক্কায় পালিয়ে যায় এবং অহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপক্ষে লড়াই করে। হুনায়নের যুদ্ধ পর্যন্ত সে প্রতিটি যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে। তারপর পালিয়ে যায় সিরিয়া। সিরিয়া থেকে লোকটি মদীনার মুনাফিকদের নিকট পত্র লিখে যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমি রোমান বাহিনী নিয়ে আসছি। তোমরা 'মসজিদ' নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যাতে সেখানে সমবেত হয়ে তোমরা শলা-পরামর্শ করতে পার এবং আমার দূত সেখানে তোমাদের নিকট পত্র আদান-প্রদান করতে পারে। আমি নিজেও ফিরে এসে যেন সেখানেই অবস্থান নিতে পারি।

পরিকল্পনা মোতাবেক মুনাফিকরা 'মসজিদ' নাম দিয়ে একটি ঘর নির্মাণ করে। তাবুক যুদ্ধের সময় তারা এসে তাতে গিয়ে নামায আদায় করার জন্য নবীজী (সাঃ)-এর নিকট আবেদন জানায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিষয়টিকে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত মুলতবী রাখেন। এর মধ্যে-ই আল্লাহ তাআলা অহীর মাধ্যমে মসজিদটির ইতিবৃত্ত ও ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেন। নবীজী (সাঃ) সাহাবীদের পাঠিয়ে গৃহটি গুড়িয়ে জ্বালিয়ে দেন। এভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে বড় একটি ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়। এ ঘটনায় মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা লড়াই করে আল্লাহ'র পথে। তাতে হত্যা করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আল্লাহ অপেক্ষা প্রতিশ্রুতি পূরণকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সেই লেন-দেনের জন্য, যা তোমরা আল্লাহর সঙ্গে সম্পাদন করেছ। এ-ই তো মহান সাফল্য। – আয়াত ঃ ১১১

কত খোশনসীব সেইসব মানুষ, যাদের ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ। কত মূল্যবান সেইসব জীবন, কত মূল্যবান সেসইব সম্পদ, যা ব্যবহৃত হয় আল্লাহর পথে– জিহাদে!

প্রকৃত অনুশোচনা কাজে এসেছে ঃ মহান আল্লাহ তাওবা কবুল করে নিয়েছেন

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ

আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন নবীর প্রতি, মুহাজির ও সেই আনসারদের প্রতি, যারা তার সঙ্গ দিয়েছিল কঠিন মুহূর্তে। যখন

اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তারপর আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়াশীল, করুণাময়।

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

তিনি দয়াপরবশ হলেন সেই তিন ব্যক্তির প্রতিও, যাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। এমনকি বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীটা তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদেরই কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল এবং তারা বুঝে গিয়েছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন, যাতে তারা তাওবা করে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক। – আয়াত ঃ ১১৭-১১৯

তিনজন মুখলিস সাহাবী তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর উপস্থিত হয়ে তারা সত্য সত্য জানিয়ে দেন যে, আমরা সম্পূর্ণ অকারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রয়েছি। নবীজী (সাঃ) এর শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একঘরে করে রাখেন। নবীজী (সাঃ) নিজে, সাহাবা কিরাম ও তাদের পরিবার-পরিজন তাদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। এক চরম অশান্তিময় পরিস্থিতির শিকার হয় তাঁরা। তাঁরা আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। অবশেষে পঞ্চাশ দিনের মাথায় তাদের তাওবা কবুল হয়। তারা হলেন ১. কা'ব ইবনে মালিক ২. হিলাল ইবনে উমাইয়া ও ৩. মুরারা ইবনে রবী (রাঃ)।

হে মানবজাতি! তোমরা নিজেদের জীবনকে আল্লাহ'র রাসূলের জীবন অপেক্ষা প্রিয় মনে কর না ঃ জিহাদের প্রতিটি পদক্ষেপে-ই সাওয়াব লাভ হয়

مَاكَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ
حَوْلَهُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا
عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَايَرْغَبُوْا
بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
لَايُصِيْبُهُمْ ظَمَأٌ وَّلَا نَصَبٌ
وَّلَامَخْمَصَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَلَايَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ
وَلَايَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا
كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ اِنَّ
اللّٰهَ لَايُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

আল্লাহ'র রাসূলের সহগামী না হয়ে পিছনে থেকে যাওয়া এবং তার জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে বেশী প্রিয় মনে করা মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য উচিত হয়নি। কারণ, আল্লাহ'র পথে (জিহাদে) তাদের (মুজাহিদদের) যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ, যা কাফিরদের মনে ক্রোধের উদ্রেক করে আর তারা শত্রুদের থেকে যা কিছু প্রাপ্ত হয়, তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তাদের জন্য নেক আমল লিপিবদ্ধ হয়। নিশ্চয় আল্লাহ নেককারদের প্রতিফল বিনষ্ট করেন না।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً
وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا
اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ
اَحْسَنَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

তারা (মুজাহিদরা) ছোট কিংবা বড় যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লিপিবদ্ধ করা হয়, যেন আল্লাহ তাদের আমলের উত্তম বিনিময় দান করেন।

– আয়াত ঃ ১২০-১২১

জিহাদ ফরজে আইন না হলে সকলে অভিযানে বের হবে না

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ
لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ

মুমিনদের প্রত্যেকের এক সঙ্গে অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের বুঝ হাসিল করতে পারে এবং নিজ গোত্রের নিকট

وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

ফিরে আসার পর তাদেরকে সাবধান করতে পারে, যাতে তারা (মন্দ কাজ) পরিহার করে চলে? – আয়াত ঃ ১২২

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, সব পরিস্থিতিতে সকল মুসলমান এক সঙ্গে জিহাদে বেরিয়ে পড়া আবশ্যকও নয়, কল্যাণকরও নয়। বরং জিহাদ যদি ফরজে আইন না হয়, তাহলে নিয়ম হল, একদল মানুষ অভিযানে বের হবে, অবশিষ্টরা এলাকায় অবস্থান করবে। তারপর নবীজী (সাঃ) যদি স্বয়ং অভিযানে অংশগ্রহণ করে থাকেন, তাহলে প্রতিটি সম্প্রদায়ের যে দলটি অভিযানে বের হল, তারা নবীজী (সাঃ)-এর সান্নিধ্যে অবস্থান করে ও ঘটনা পরিক্রমা থেকে দ্বীনের বুঝ ও ইসলামের বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন করবে। তারপর অভিযান থেকে ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়কে দ্বীনের বুঝ দান করবে ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সাবধান করবে।

পক্ষান্তরে যদি নবীজী (সাঃ) অভিযানের বের না হয়ে মদীনায়-ই অবস্থান করে থাকেন, তাহলে যারা অভিযানে গেল না, তারা নবীজী (সাঃ) থেকে দ্বীনের বুঝ হাসিল করবে এবং যুদ্ধরত মুজাহিদদের অবর্তমানে যে অহী নাযিল হবে, তা হৃদয়ঙ্গম করবে এবং মুজাহিদরা অভিযান থেকে ফিরে আসার পর তাদের সে বিষয়ে অবহিত করবে। বাক্য বিন্যাসের (তারকীব) দিক থেকে আয়াতটির উভয় প্রকার ব্যাখ্যার-ই অবকাশ রয়েছে।

তবে যে পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে পড়বে, তখন প্রত্যেক মুসলমানের-ই জিহাদে অংশ নিতে হবে। যেমনটি হয়েছিল তাবুকের যুদ্ধে। সে কারণে গড়িমসি করে যে তিনজন সাহাবী জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিলেন, তাদের ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

সর্বাগ্রে নিকটের কাফিরদের সঙ্গে লড়াই কর

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

হে মুমিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন। – আয়াত ঃ ১২৩

জিহাদ আক্রমণাত্মক হোক কিংবা প্রতিরক্ষামূলক, নিকট-দূরের প্রতি লক্ষ্য রাখা সামরিক দিক থেকে সর্বাবস্থায়-ই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে দায়িত্ব কার, তারপর কার, তা-ও নির্ণিত হবে এই দূর-নিকটের ভিত্তিতে।

সূরা আল-হাজ্জ

এ সূরায় জিহাদ বিষয়ক আয়াত সংখ্যা ৮

মজলুমদের লড়াই করার অনুমতি লাভ ও জিহাদের হেকমত

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদেরকে (শত্রু থেকে) রক্ষা করেন। আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

যাদের সঙ্গে কাফিররা লড়াই করছে, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হল। কেননা, তারা নির্যাতনের শিকার। আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে (মুসলমান-দেরকে) বিজয়ী করতে সক্ষম।

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

ঐসব মানুষ, যাদেরকে আপন বসতভিটা থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলছে, আমাদের রব আল্লাহ! আল্লাহ যদি একদল মানুষ দ্বারা আরেক দলকে দমন না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃষ্টানদের উপাসনাস্থল, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ও সেই সব মসজিদ, যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ'র নাম। যে আল্লাহকে সাহায্য করে (আল্লাহ'র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে) আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

তারা (নির্যাতিত মুসলমানরা) এমন মানুষ যে, আমি যদি পৃথিবীতে তাদেরকে শাসন ক্ষমতা প্রদান করি, তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ-কার্যের আদেশ করবে ও অসৎ-কার্যে নিষেধ করবে। সব কাজের শেষ পরিণতি আল্লাহর-ই হাতে। – আয়াত ঃ ৩৮-৪১

শহীদদের ফযীলত

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

যারা আল্লাহর পথে (দ্বীনের জন্য) হিজরত করল, তারপর (জিহাদ করে শত্রুর হাতে) নিহত হল, কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করল, অবশ্য-ই আল্লাহ তাদের জীবিকা দান করবেন– উত্তম জীবিকা। আর আল্লাহ– তিনি-ই তো সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

আল্লাহ তাদেরকে এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন, যা পেয়ে তারা (শহীদরা) সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ প্রজ্ঞাময়, সহনশীল।

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ

এ তো গেল। আর যে ব্যক্তি (তার শত্রু থেকে) ততটুকু প্রতিশোধ নেয়, যতটুকু নির্যাতন সে ভোগ করেছে, তারপর আবারও সে নির্যাতনের শিকার হল, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ নিশ্চয় পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। – আয়াত ঃ ৫৮-৬০

বদর যুদ্ধে মুসলমানরা কাফিরদের অত্যাচারের ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ নিয়েছিল। তারপর কাফিররা আবারও মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতে আসে অহুদে-খন্দকে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের পূর্ণ সাহায্য করেন।

জিহাদের হক আদায় কর

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

তোমরা আল্লাহর জন্য জিহাদ কর– জিহাদের হক আদায় করে। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। দ্বীন ইসলামে তোমাদের জন্য তিনি কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। তিনি-ই তোমাদের 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন। (তোমাদের এ নাম কুরআন নাযিল হওয়ার) আগেও ছিল এই কিতাবেও (কুরআনেও) আছে, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় এবং তোমরা সাক্ষী হও মানবজাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও ও আল্লাহকে আকড়ে ধর। তিনি-ই তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক তিনি, কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! – আয়াতঃ ৭৮

এ আয়াতে 'জিহাদ' ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে জিহাদ বলতে শুধু সশস্ত্র লড়াইয়ের কথা বলা হয়নি। দ্বীনের জন্য যে কোন শ্রম-প্রচেষ্টা এই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। তাই এটা 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' নয়, বরং এর নাম 'জিহাদ ফিল্লাহ'।

সূরা আহযাব

এ সূরায় জিহাদ বিষয়ক আয়াত সংখ্যা ২২

গায্ওয়া আহযাব-এর ঈমানদীপ্ত কাহিনী ঃ কুরআন মাজীদ-এর ভাষ্য

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا

হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তোমরা তার কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের উপর চড়াও হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝড়োহাওয়া ও এমন সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখছিলে না। আল্লাহ তোমাদের আমল প্রত্যক্ষ করেন।

اِذْ جَاءُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا

যখন তারা তোমাদের প্রতি সমাগত হয়েছিল তোমাদের উপর দিক থেকেও এবং নীচের দিক থেকেও। তোমাদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল এবং তোমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল ও তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকম ধারণা করতে শুরু করেছিলে।

هُنَالِكَ ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا

তখন মুমিনদের পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ غُرُوْرًا

(আরো স্মরণ কর সে সময়ের কথা) যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ ছিল, তারা বলতে শুরু করেছিল, আল্লাহ এবং তার রাসূল আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।

وَاِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰا
اَهْلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا
وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ
يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا
هِيَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ
مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا
الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا
بِهَا اِلَّا يَسِيْرًا

وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ
مِنْ قَبْلُ لَايُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ وَكَانَ
عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ
فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ
وَاِذًا لَّاتُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ
مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا
اَوْاَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَايَجِدُوْنَ
لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا
وَّلَانَصِيْرًا

(আরো স্মরণ কর) যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই; কাজেই তোমরা ফিরে চল। আবার তাদের একদল নবীর কাছে এই বলে অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগল যে, আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত। অথচ তা অরক্ষিত নয়। (জিহাদ থেকে) পলায়ন করাই তাদের উদ্দেশ্য।

অথচ মদীনার বিভিন্ন দিক থেকে যদি শত্রুগণ নগরীতে ঢুকে পড়ে তাদের নিকট বিপর্যয় সৃষ্টি করার আবেদন করত, তবে অবশ্যই তারা তা করে বসত। এতে তারা কালবিলম্ব করত না।

অথচ তারা ইতিপূর্বে আল্লাহ'র সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তারা এখন আর পেছনে ফিরে যাবে না। আর আল্লাহ'র সাথে কৃত অঙ্গীকারের জবাব দিতেই হবে।

আপনি বলে দিন, (জিহাদ থেকে) পলায়ন তোমাদের কোন উপকার করবে না। তোমরা মৃত্যু কিংবা নিহত হওয়া থেকে পলায়ন না হয় করলেই, তথাপি অল্পদিনই ভোগ করার সুযোগ পাবে।

তুমি বলে দাও, কে আছে, তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চান কিংবা যদি তোমাদের কল্যাণ কামনা করেন? তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে নিজেদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِيْنَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا وَلَا يَأْتُوْنَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيْلًا

তোমাদের মধ্যে যারা (অন্যদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণে) বাধা প্রদান করে এবং তাদের ভাইদের বলে, তোমরা (ময়দান ছেড়ে) আমাদের নিকট চলে আস, আল্লাহ তাদেরকে ভাল করেই জানেন। আর তারা নিজেরা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়। (অর্থাৎ মাঝে-মধ্যে লোক দেখানোর জন্য কিংবা লজ্জায় পড়ে তারা যুদ্ধের ময়দানে হাজিরা দিয়ে থাকে)।

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ اُولٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا

তারা তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতা করে। তারপর যখন বিপদ আসবে, তখন তুমি দেখবে যে, তারা তোমার প্রতি এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন তাদের চোখগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে মৃত্যুর ভয়ে মূর্ছিত হয়ে আছে। পরে যখন ভীতি চলে যায়, তখন তারা সম্পদের আশায় তীক্ষ্ণ ভাষায় তোমাদের মুখোমুখি হয়। তারা আসলে ঈমান আনয়ন করেনি। ফলে আল্লাহ তাদের সব আমল বিফল করে দিয়েছেন। আল্লাহ'র পক্ষে এ এক সহজ কাজ।

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا وَاِنْ يَأْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَا قٰتَلُوْا اِلَّا قَلِيْلًا

তারা মনে করে (কাফিরদের) বাহিনী চলে যায়নি। বাহিনী যদি আবার ফিরে আসে, তো তারা চাইবে যে, তারা (মদীনা থেকে বের হয়ে) বেদুঈনদের সাথে অবস্থান করবে, যাতে তোমাদের খবরাখবর জেনে নিতে পারে। আর যদি তোমাদের মধ্যে অবস্থান করেও, তবু তারা অল্পই যুদ্ধ করবে।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

তোমাদের জন্য অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও পরকালে আস্থা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহ'র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا

যখন মুমিনগণ (কাফিরদের) সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তখন তারা বলে উঠল, এই তো আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, এসে গেছে। আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) সত্যই বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যে নতুন মাত্রা যোগ হল।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا

মুমিনদের একটি দল আল্লাহ'র সাথে যে ওয়াদা করেছিল, তা তারা সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক আপন কর্তব্য পালন করেছে আর কতক (আল্লাহ'র পথে জীবন দেয়ার জন্য সুযোগের) অপেক্ষা করছে। তারা অঙ্গীকারে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আনেনি।

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতার জন্য প্রতিদান দেবেন আর মুনাফিকদেরকে ইচ্ছা করলে শাস্তি প্রদান করবেন কিংবা তাওবা করার সুযোগ দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا

আল্লাহ কাফিরদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের ক্ষোভসহ। তারা কোন কল্যাণের (বিজয় ইত্যাদি) নাগাল পায়নি। যুদ্ধে মুসলমানদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا

আহলে কিতাবদের যারা তাদেরকে (কাফিরদেরকে) সাহায্য করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের হৃদয়ে (তোমাদের) আতংক ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের কতককে তোমরা হত্যা করতে শুরু করেছিলে আর কতককে বন্দী করে নিয়েছিলে।

وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا

আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের জমি, তাদের বাড়ি-ঘর, তাদের ধন-সম্পদ ও এমন ভূমি, যাতে তোমরা পা মাড়াওনি, তোমাদেরকে মালিক বানিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। – আয়াত ঃ ৯-২৭

মুনাফিক ও গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তাহলে–

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا

মুনাফিক, যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা মদীনায় মিথ্যা গুজব রটায়, যদি তারা বিরত না হয়, তাহলে তোমাকে আমি তাদের উপর প্রবল করে দেব। তারপর এই নগরীতে তোমার সাথে তারা অল্পই অবস্থান করতে পারবে।

مَّلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا

তাও আবার অভিশপ্ত হয়ে। তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই ধরা হবে এবং প্রাণে হত্যা করা হবে অতিশয় নির্দয়ভাবে।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا

আল্লাহ'র নিয়মই প্রয়োগ হয়েছিল অতীত লোকদের উপর। আর তুমি আল্লাহ'র নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবে না। – আয়াত ঃ ৬০-৬২

সূরা মুহাম্মাদ

এ সূরার পুরোটাই জিহাদের আলোচনা

সূরাটির অপর নাম 'কিতাল' বা যুদ্ধ ঃ তবে

সরাসরি জিহাদ বিষয়ক আয়াত সংখ্যা ২৩

যুদ্ধনীতি ঃ বন্দী করার অনুমতি

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ

যখন তোমরা কাফিরদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। এভাবে যখন তোমরা তাদের ব্যাপক রক্তপাত ঘটিয়ে ফেলবে, তখন (অবশিষ্টদের) শক্ত করে বেঁধে নাও। পরে অনুকম্পাবশতঃ (পণ না নিয়ে) তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার কিংবা (পণ নিয়ে) মুক্তিও দিতে পার। যতক্ষণ না যোদ্ধারা তাদের অস্ত্র ফেলে দেয়। এই হল যুদ্ধের বিধান। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ফেলতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনের দ্বারা অন্যকে পরীক্ষা নিতে। যারা আল্লাহ'র পথে নিহত হয়, আল্লাহ কিছুতেই তাদের আমল বিফল করবেন না।

আল্লাহ তাদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেবেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন। – আয়াত ঃ ৪-৬

১নং আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের ময়দানের বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। যার সারমর্ম এই–

কাফিরদের সাথে যখন তোমাদের যুদ্ধ বেঁধে যাবে, তখন তোমরা বীরত্বের সাথে লড়াই করবে। দুশমনের ঘাড়ে আঘাত করতে এবং তাদের রক্ত ঝরানোর কাজে বিন্দুমাত্র অলসতা করবে না। তারপর যখন তাদের শক্তি পড়ে যাবে, তখন যারা এখনো জীবিত আছে, তাদের বন্দী করে ফেলবে। এখন যদি তাদেরকে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে চাও, তাহলে তার পন্থা দু'টি। প্রথমত দয়া করে কোন বিনিময় না নিয়ে এমনিতেই ছেড়ে দিতে পার। দ্বিতীয়ত ইচ্ছা করলে পণ আদায় করেও মুক্তি দিতে পার। আর যদি তাদেরকে তাদের দেশে পাঠাতে না চাও, তাহলে তিনটি পথ অবলম্বন করতে পার। জিম্মি বানিয়ে নিজ দেশের প্রজা হিসেবে রাখতে পার, গোলাম বানাতে পার কিংবা হত্যা করে ফেলতে পার। তবে গোলাম বা জিম্মি যে কোন অবস্থায় বানান গেলেও বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া বন্দীদের হত্যা করা যায় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছে করলে যুদ্ধ ছাড়াও কাফিরদের ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু কত মুসলমান আল্লাহ'র পথে জান-মাল কুরবান দিতে প্রস্তুত আছে, তা তিনি যাচাই করে দেখতে চান।

তোমরা যদি আল্লাহ'র সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ঃ আল্লাহ তোমাদের মাওলা, কাফিরদের কোন মাওলা নেই

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর (অর্থাৎ যদি তোমরা জান-মাল ব্যয় করে আল্লাহ'র দ্বীন ও রাসূলের সাহায্য কর) তাহলে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদের পা দৃঢ় করে দেবেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ

আর যারা কাফির, তারা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে এবং আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ বিফল করে দেবেন।

অর্থাৎ মুসলমানরা যদি তাদের ঈমানী কর্তব্য পালন করে, তাহলে আল্লাহ তাদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করে দেবেন, তারা দৃঢ়তার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে। আর কাফিরদের বল-শক্তি কেড়ে নিয়ে উপুড় করে ফেলে দেবেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ

তা এই জন্য যে, আল্লাহ'র অবতীর্ণ জীবনাদর্শ তাদের অপছন্দ। ফলে আল্লাহ তাদের সব আমল ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا

তারা কি পৃথিবী পরিভ্রমণ করেনি? করলে তারা দেখতে পেত, তাদের আগের লোকদের পরিণতি কী হয়েছিল? আল্লাহ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কাফিরদের পরিণতিও হবে অনুরূপ। তার কারণ, আল্লাহ মুমিনদের মাওলা (কর্মবিধায়ক, বন্ধু ও সাহায্যকারী)। আর কাফিরদের কোন মাওলা নেই। – আয়াত ঃ ৭-১০

জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হলে মুনাফিকদের উপর মৃত্যুর বিভীষিকা নেমে আসে

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلٰى لَهُمْ

যারা ঈমান এনেছে, তারা বলে থাকে যে, একটি সূরা নাযিল করা হতো যদি! তারপর যখন দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা নাযিল করা হয় এবং তাতে যুদ্ধের কথা উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, দেখবে, তারা তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের দৃষ্টিপাত করার ন্যায়। দুর্ভোগ তাদের জন্য।

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

আনুগত্য ও সংগত কথাবার্তা তাদের জন্য উত্তম ছিল। জিহাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে যদি তারা আল্লাহ'র সমীপে সততার প্রমাণ দিতে পারত, তাহলে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ

যদি তোমরা (জিহাদ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে বিচিত্র কি যে, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করবে। (কিংবা আয়াতের অর্থ হল, তোমরা যদি জিহাদ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হও, তাহলে তোমরা বিপর্যয় ঘটাতে শুরু কর না।)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এই আয়াতের অর্থ করেছেন, এখন তো জান-মাল রক্ষা করার খাতিরে জিহাদ করছ। দেখ, আল্লাহ তোমাদের বিজয় দান করার পর নিজেরাই বিশৃঙ্খলা শুরু করে দিও না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ

ওরা তো তারাই, আল্লাহ যাদেরকে করেছেন অভিশপ্ত, বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا

আচ্ছা, তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? নাকি তাদের অন্তরগুলো তালাবদ্ধ?

অর্থাৎ– যদি মুনাফিকরা কুরআন বুঝত, তাহলে জিহাদের মর্মও তারা উপলব্ধি করতে পারত। জিহাদের নামে আতংকিত হত না, বরং নিজেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করত।

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ

হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যারা পেছন দিক ফিরে গেল, শয়তান তাদের সামনে তাদের কর্মকাণ্ডকে শোভিত করে দেখিয়েছে এবং তাদের প্রলুব্ধ করেছে।

অর্থাৎ– শয়তান তাদের বুঝিয়েছে যে, তোমরা যা করছ, এগুলোই সঠিক, এগুলোই কল্যাণকর, এতেই তোমাদের শান্তি। আর যদি তোমরা জিহাদে বের না হও, তোমরা তাহলে অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারবে।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِىْ بَعْضِ الْاَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ

এর কারণ, আল্লাহ'র অবতীর্ণ বিধানকে যারা অপছন্দ করে, তাদেরকে ওরা বলে দিয়েছে যে, কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাদের আনুগত্য করব। আল্লাহ তাদের অভিসন্ধি জানেন।

মুনাফিকরা ইহুদীদের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিল যে, আমরা মুসলমানদের সাথে যোগ দিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না। বরং যতটুকু সম্ভব তোমাদেরই সাহায্য করব।

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ

আচ্ছা, ফেরেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে তাদের জান কবজ করবে, তখন তাদের উপায় কী হবে!

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ

এর কারণ, তারা এমন আদর্শ অনুসরণ করেছে, যা আল্লাহ'র অসন্তোষ জন্মায় এবং তারা আল্লাহ'র সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় ভাবে। তাই আল্লাহ তাদের সব আমল বরবাদ করে দিয়েছেন।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ

যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি ধারণা করে যে, আল্লাহ তাদের মনের দুরভিসন্ধি ফাঁস করে দেবেন না?

وَلَوْ نَشَاۤءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ

আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের চিহ্নিত করে দিতাম। তুমি তো তাদেরকে লক্ষণ দেখেই চেন। ভঙ্গিতেও তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। আমি জেনে নেব, তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ ও দৃঢ়পদ। আর আমি তোমাদের অবস্থাও নিরীক্ষা করে দেখব। – আয়াত ঃ ২০-৩১

সাহস হারিয়ে সন্ধির প্রতি ধাবিত হয়ো না এবং আল্লাহ'র পথে সম্পদ ব্যয়ে কৃপণতা কর না

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ

তোমরা সাহস হারিও না এবং সন্ধির প্রস্তাব কর না। বিজয়ী তো হবে তোমরাই। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি তোমাদের কর্ম নষ্ট করবেন না।

অর্থাৎ– কাফিরদের মোকাবেলায় হিম্মত হারিয়ে এবং যুদ্ধের কঠোরতায় ভীত হয়ে তোমরা সন্ধির প্রস্তাব করতে যেও না। অন্যথায় দুশমনের সাহস বেড়ে যাবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি তোমাদের বিজয় দান করবেন, যদি তোমরা দৃঢ়পদ থাকতে পার। তবে যদি বিচার-বিশ্লেষণে সন্ধি করলে ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণ হবে বলে মনে কর, তাহলে সাময়িকের জন্য সন্ধি করার অনুমতি আছে।

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ

দুনিয়ার জীবনটা খেল-তামাশা ছাড়া কিছু নয়। তোমরা যদি ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাছে তোমাদের সম্পদ প্রার্থনা করবেন না।

শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন, আল্লাহ মুসলমানদের বিজয়ের পর বিজয় দান করেছেন। তাতে তাদের সম্পদ ব্যয় হয়েছিল যে পরিমাণ, অর্জিত হয়েছিল তার শত শত গুণ বেশী।

إِنْ يَّسْئَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ

আল্লাহ যদি তোমাদের নিকট তোমাদের সম্পদ চান এবং তার জন্য তোমাদেরকে চাপ দেন, তাহলে তোমরা কার্পণ্য করতে আর তিনি তোমাদের মনের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দেবেন।

অর্থাৎ– আল্লাহ যদি তোমাদেরকে তোমাদের সব সম্পদ তার পথে ব্যয় করতে চাপ প্রয়োগ করেন, তাহলে তোমরা অনেকেই কার্পণ্য করবে এবং তাতে তোমাদের মনের অবস্থা প্রকাশ পেয়ে যাবে।

هَاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهٖ وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ

তোমরা তো এমন যে, তোমাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে আল্লাহ'র পথে ব্যয় করার জন্য। অথচ তোমাদের অনেকে কার্পণ্য করছে। যে ব্যক্তি কার্পণ্য করে, সে তো কার্পণ্য করে নিজেরই সাথে। আল্লাহ ধনী (কারো মুখাপেক্ষী নন) তোমরাই সকলে গরীব (আল্লাহর মুখাপেক্ষী)। (কার্পণ্য করে) যদি তোমরা (আল্লাহর বিধান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তিনি তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উদ্ভব ঘটাবেন। আর তারা তোমাদের ন্যায় হবে না। – আয়াত ঃ ৩৫-৩৮

অর্থাৎ তোমাদেরকে তোমাদের সম্পদের অংশ বিশেষ আল্লাহ'র পথে ব্যয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দিলে উপকার হবে তোমাদের আর যদি না দাও, তাহলে ক্ষতিও হবে তোমাদেরই।

সূরা ফাত্হ

এ সূরার ২৯ আয়াতের সব ক'টি-ই জিহাদ বিষয়ক

জিহাদের বায়আত, জিহাদের কাহিনী, জিহাদ ত্যাগ করার পরিণতি ও মুজাহিদদের জন্য সুসংবাদ সম্বলিত সূরা ফাতহ'র পূর্ণ তরজমা

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। (অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধি মক্কা বিজয়ের কারণ হয়ে গেছে)

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

যাতে আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সোজা পথে পরিচালিত করেন।

অর্থাৎ– এই 'ফাতহে মুবীন' (সুস্পষ্ট বিজয়)-এর বদৌলতে আমি তোমাকে চারটি কল্যাণ দান করেছি। যার তিনটির আলোচনা এ আয়াতে রয়েছে।

وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا

আর যাতে আল্লাহ তোমাকে সম্মানজনক বিজয় দান করেন।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

তিনি-ই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তারা পূর্বের ঈমানের সঙ্গে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করে নেয়। আর আসমান-জমীনের সব বাহিনী আল্লাহ'র-ই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

অর্থাৎ– হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় সাহাবা কিরাম প্রথম নবীজী (সাঃ)-এর হাতে মৃত্যুর বায়আত গ্রহণ করেন। সেটি ছিল তাদের ঈমানের এক রং। আবার তারা তাদের জযবার বিপরীতে নবীজী (সাঃ)-এর নির্দেশে সন্ধি মেনে নেয়। এটি তাদের ঈমানের আরেক রং।

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِن تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا

তা এ-জন্য যে, আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলে নহরমালা প্রবাহমান। সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। আর এটি আল্লাহ'র নিকট মহাসাফল্য।

হাদীসে আছে যে, যেসব সাহাবী হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তাদের একজনও জাহান্নামে প্রবেশ করবেন না।

وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّانِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا

আর মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী; মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী– যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন। মন্দ সময় আসছে তাদের জন্য। আল্লাহ তাদের উপর রুষ্ট হয়েছেন, তাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস!

এক আধজন ব্যতীত কোন মুনাফিক উক্ত অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি। তাদের ধারণা ছিল, এ অভিযানে মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

আসমান ও জমিনের বাহিনীসমূহ আল্লাহ'র। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি।

لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

যাতে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর আর সকাল-সন্ধ্যায় (সব সময়) আল্লাহ'র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

যারা তোমার হাতে (জিহাদ ও মৃত্যুর) বায়আত গ্রহণ করে, তারা (মূলত) বায়আত করে আল্লাহ'র-ই হাতে। আল্লাহ'র হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে এবং যে আল্লাহ'র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ أَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا

পিছনে থেকে যাওয়া মক্কাবাসী অচিরেই তোমাকে বলবে, আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে। (সে কারণে আমরা আপনার সঙ্গে যেতে পারিনি) কাজেই আপনি আল্লাহ'র নিকট আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা মুখে এমন সব কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। তুমি বলে দাও, আল্লাহ তোমাদের কোন ক্ষতি কিংবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে? বস্তুত তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত।

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا يَقُوْلُوْنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَالَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মু'মিনগণ আর কখনই পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসতে পারবে না (মক্কাবাসীরা তাদের সকলকে মেরে ফেলবে) এবং এই ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল। তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে। তোমরা ধ্বংসোন্মুখ এক সম্প্রদায়।

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ إِلٰى أَهْلِيْهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذٰلِكَ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেইসব কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রজ্বলিত করে রেখেছি।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর-ই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا بَلْ كَانُوْا لَايَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا

তোমরা যখন (খায়বরের) গনীমত সংগ্রহ করতে যাবে, তখন যারা (হুদায়বিয়ায়) পিছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমাদেরকে তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহ'র বিধান পরিবর্তন করে ফেলতে চায়। (আল্লাহ'র বিধান ছিল, যারা হুদায়বিয়ার অভিযানে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিল, তারা খায়বরের যুদ্ধে যেতে পারবে না) তুমি বলে দাও যে, তোমরা কোনক্রমেই যেতে পারবে না। আল্লাহ পূর্বে-ই এ ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। দেখবে, তারা বলবে, তোমরা আমাদের হিংসা করছ। আসলে তাদের বুঝ-বুদ্ধি নিতান্ত-ই কম।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا وَاِنْ تَتَوَلَّوْا

যে সব মরুবাসী পিছনে রয়ে গিয়েছিল, তুমি তাদেরকে বলে দাও, অচিরেই তোমাদের প্রতি এক যুদ্ধ করার আহ্বান আসবে। তারা আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এ নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান

كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

করবেন। আর যদি তোমরা আগের ন্যায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন।

'প্রবল-পরাক্রান্ত জাতি' দ্বারা উদ্দেশ্য মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের সম্প্রদায় কিংবা হাওয়াজিন ও ছাকীফ গোত্র, যাদের সাথে হুনায়নে যুদ্ধ হয়েছিল। কিংবা মুরতাদ গোষ্ঠী, যাদের সাথে হযরত আবু বকর (রাঃ) যুদ্ধ করেছিলেন। কিংবা রোম, পারস্য ও কুর্দী সম্প্রদায়, যাদের সাথে খুলাফায়ে রাশেদীন লড়াই করেছিলেন।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا

অন্ধের জন্য কোন পাপ নেই, পঙ্গুর জন্য কোন পাপ নেই, রুগ্নের জন্যও কোন পাপ নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। আর যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

অর্থাৎ– উপরিউক্ত অক্ষম লোকদের উপর জিহাদ ফরজ নয়।

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا

মুমিনরা যখন গাছের নীচে তোমার হাতে বায়'আত গ্রহণ করছিল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অন্তরে যা কিছু ছিল, আল্লাহ'র তা জানা ছিল। তাদের উপর তিনি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।

وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

আর দান করলেন বিপুল গনীমত, যা তারা হস্তগত করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا

আল্লাহ তোমাদেরকে আরো অনেক গনীমতের ওয়াদা দিয়েছেন, তোমরা যার অধিকারী হবে। আর এটি (খায়বরের গনীমত) তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করে দিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের থেকে মানুষের হাত নিবৃত্ত করে দিয়েছেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। আর যাতে এটি মুমিনদের জন্য নিদর্শন হয় এবং আল্লাহ তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন।

وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا

আরো একটি বিজয় আছে, যা এখনো তোমরা লাভ করতে পারনি। আল্লাহ তা বেষ্টন করে রেখেছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

এ বিজয় দ্বারা উদ্দেশ্য, মক্কা বিজয়, যা পরে মুসলমানরা লাভ করেছিল।

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

কাফিররা যদি তোমাদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হত, তাহলে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। আর তারা কোন অভিভাবক এবং সাহায্যকারীও পেত না।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا

আল্লাহ (কাফিরদের জন্য) এ রীতি-ই ঠিক করে রেখেছেন, যা আদিকাল থেকে চলে আসছে। তুমি আল্লাহ'র বিধানের কোন পরিবর্তন পাবে না।

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا

মক্কার কেন্দ্রভূমিতে তিনিই তাদের হাতকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের থেকে বিরত রেখেছিলেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কর, আল্লাহ সব দেখেন।

মক্কাজয় অভিযানের সময় কতিপয় মুশরিক অস্ত্রসহ মুসলমানদের হাতে ধরা পড়েছিল। মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তারা অস্ত্র হাতে রাস্তায় নেমেছিল। নবীজী (সাঃ) তাদের মুক্তি দিয়ে দেন।

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

তারাই তো ওরা, যারা কুফরী করেছে এবং তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে নিবৃত্ত করেছিল এবং আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছুতে বাধা দিয়েছিল। যদি (সে সময় মক্কায়) অনেক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জান না, যাদেরকে অজান্তে তোমরা পদদলিত করতে (তাহলে সেদিনই আমি কাফিরদের দফা সাঙ্গ করে দিতাম) কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করতে চান। যদি তারা (মুসলমানরা) পৃথক থাকত, তাহলে আমি কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।

অর্থাৎ– মক্কাজয় অভিযানের সময় মক্কায় অনেক মজলুম মুসলমান নারী ও পুরুষ ছিল। এমতাবস্থায় যদি তোমরা লড়াইয়ে লিপ্ত হতে, তাহলে তারাও আক্রান্ত হয়ে পড়ত। ফলে পরে তোমরা মনে কষ্ট পেতে এবং কাফিররা তোমাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ পেয়ে যেত।

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا

স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন কাফিররা তাদের অন্তরে অহমিকা পোষণ করত– জাহেলিয়াতের অহমিকা, তখন আল্লাহ তার রাসূলের (সাঃ) উপর ও মুমিনদের উপর প্রশান্তি দান করলেন এবং তাদেরকে তাকওয়ার কথার উপর দৃঢ় রাখলেন। আর তারাই ছিল তার

اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

অর্থাৎ– মুসলমানরা আল্লাহর ভয়ে তাকওয়ার উপর অটল থাকে এবং পবিত্র কা'বা ও হেরেম-এর সাথে অসদাচরণ করা থেকে বিরত থাকে।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَاتَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন। আল্লাহ'র ইচ্ছায় অবশ্যই তোমরা মসজিদে হারামে নিরাপদে প্রবেশ কর। কেউ মাথা মুন্ডন করে, কেউ চুল কেটে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ এমন কিছু জানেন, যা তোমরা জান না। তার উপর তিনি তোমাদের দান করেছেন সদ্য এক বিজয়। (অর্থাৎ খায়বরের বিজয়)।

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

তিনি তার রাসূলকে (সাঃ) হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, একে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়ী করার জন্য। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهُ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তার সঙ্গী, তারা কাফিরদের মোকাবেলায় কঠোর এবং পরস্পর সহানুভূতিশীল। তুমি তাদেরকে আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রুকু ও সিজদারত অবস্থায় দেখতে পাবে। তাদের লক্ষণ হল, তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন আছে। তাদের এই শান তাওরাতে আছে, আছে ইঞ্জীলেও। তাদের উপমা একটি চারা গাছ, যা নির্গত করেছে কিশলয়। তারপর সেটি

فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

শক্ত ও পুষ্ট হয়েছে এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে গেছে, যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা-পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

– আয়াত ঃ ১-২৯

সূরা হুজুরাত

এ সূরায় জিহাদ বিষয়ক আয়াত সংখ্যা ৪

যাচাই না করে কোন ফাসিকের সংবাদে বিশ্বাস কর না এবং এমন সংবাদের ভিত্তিতে কারো উপর আক্রমণ কর না

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

হে মুমিনগণ! কোন ফাসিক যদি তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে, তা হলে তা ভালভাবে যাচাই করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না করে বস, যার ফলে পরে তোমাদের অনুতপ্ত হতে হয়।

– আয়াত ঃ ৬

এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি সকল মুসলমান সাধারণত এবং মুজাহিদগণ বিশেষত যে কোন সংবাদ যাচাই করে নেয়, তাহলে বহু সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

মুসলমানদের পরস্পরে যদি লড়াই বেঁধে যায়, তাহলে তাদের মাঝে মিটমাট করে দাও; মিটমাট করা না গেলে মজলুমের পক্ষে লড়াই কর

وَإِنْ طَائِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتّٰى تَفِيْٓءَ إِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فَاءَتْ

মুমিনদের দুই দল যদি সংঘাতে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের মাঝে মিটমাট করে দাও। কিন্তু একদল যদি অপর দলের উপর সীমালংঘন করে বসে, তাহলে তোমরা সীমালংঘনকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ'র বিধানের প্রতি ফিরে আসে। (অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা বাড়াবাড়ি

فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

পরিহার করে মীমাংসার পথে ফিরে আসে) যদি তারা (আল্লাহর বিধানের প্রতি) ফিরে আসে, তাহলে উভয় দলের মাঝে ইনসাফের সঙ্গে মীমাংসা করে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের ভালবাসেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমাদেরকে রহমত দান করা যায়।

– আয়াতঃ ৯-১০

মুজাহিদগণ-ই সত্যনিষ্ঠ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, তারপর কোন সন্দেহে নিপতিত হয়নি এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করেছে আল্লাহ'র পথে। তারা-ই সত্যনিষ্ঠ মানুষ। – আয়াত ঃ ১৫

সূরা হাদীদ

এ সূরার চারটি আয়াতে জিহাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে

যারা মক্কা বিজয়ের আগে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা পরবর্তীদের তুলনায় উচ্চ ঃ আল্লাহ'র পথে ব্যয় করার ফযীলত

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَايَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহ'র পথে ব্যয় করছ না! অথচ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ'র! তোমাদের যারা মক্কা জয়ের আগে ব্যয় করেছে ও লড়াই করেছে, মর্যাদায় তারা তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যারা ব্যয় করেছে পরে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ সকলের জন্য-ই কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ ভালভাবেই তার খবর রাখেন।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তাহলে আল্লাহ তার সে সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহামূল্যবান পুরস্কার।

– আয়াত ঃ ১০-১১

শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) বলেন, এখানে আল্লাহকে ঋণ প্রদান করার অর্থ জিহাদে ব্যয় করা। জিহাদে ব্যয় করলে, আল্লাহ সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেন এবং আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ হয়। এটাই ঋণ প্রদানের অর্থ। অন্যথায় মালিক-গোলামের মাঝে ঋণ আদান-প্রদান হয় না। সবই তো মালিকের, সবই তো আল্লাহ'র। (তাফসীরে ওসমানী)

সিদ্দীক ও শহীদদের জন্য নূর থাকবে

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُوْلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান রাখে, তাদের রব-এর নিকট তারা-ই সিদ্দীক ও শহীদ। তাদের জন্য জান্নাতে আছে তাদের প্রতিদান ও নূর। আর যারা কুফরী করল ও আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করল, তারা-ই জাহান্নামের অধিবাসী। – আয়াত ঃ ১৯

আমি হিদায়াতের জন্য কিতাব ও জিহাদের জন্য লোহা দান করেছি

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

নিশ্চয় আমি স্পষ্ট প্রমাণসহ আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব ও মানদন্ড, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লোহাও দিয়েছি, যাতে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে। তা এই জন্যে যে, না দেখে-ই কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে, আল্লাহ তা জানতে চান। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

– আয়াত ঃ ২৫

যারা আসমানী কিতাবের অনুসরণ করে হিদায়াতের পথে না আসবে এবং মানদন্ড তথা শরীয়ত অনুপাতে রাষ্ট্র পরিচালনা না করবে, তাদের চিকিৎসা হবে লোহার অস্ত্র ব্যবহারে তথা জিহাদের মাধ্যমে। মুফাসসিরীনে কিরাম কিতাব, মানদন্ড ও লোহার নানা রকম তাৎপর্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তাফসীরের কিতাবসমূহে সেসব পাঠ করে জিহাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যেতে পারে।

সূরা মুজাদালা

এ সূরার তিনটি আয়াতে জিহাদের আলোচনা করা হয়েছে

যারা ইসলামের খাতিরে রক্ত সম্পর্ক পর্যন্ত ত্যাগ করে, তারা আল্লাহ'র দলের মানুষ; তারা সফলকাম

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ লিখে রেখেছেন যে, আমি ও আমার রাসূল অবশ্যই অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে তুমি এমন পাবে না যে, তারা যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে। যদিও হয় তারা তাদের পিতা কিংবা তাদের সন্তান কিংবা তাদের ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতী-গোত্র। তারা-ই ওরা, আল্লাহ যাদের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাঁর রূহ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন এবং তিনি তাদেরকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরমালা। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারা-ই আল্লাহ'র বাহিনী। জেনে রাখ, আল্লাহ'র বাহিনী-ই সফলকাম। – আয়াত ঃ ২০-২২

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ أُولٰئِكَ فِى الْأَذَلِّيْنَ

كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِىْ إِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ أَوْ اَبْنَاءَهُمْ أَوْ اِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ أُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ أُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

সূরা হাশ্‌র

এ সূরায় জিহাদ বিষয়ক আয়াত ঃ ১৭

গায্‌ওয়া বনু নাযীর এর কাহিনী ঃ পবিত্র কুরআন-এর ভাষ্য

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব-ই আল্লাহ'র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাঁর সেই প্রতাপ ও প্রজ্ঞার নিদর্শনের কয়েকটি ঘটনা পরবর্তী আয়াতগুলোতে বিবৃত করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ

তিনি-ই আহলে কিতাবের কাফিরদেরকে (বনু নাযীরকে) প্রথমবারের মত একত্রিতভাবে তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়ন করে দিয়েছেন। তারা যে বিতাড়িত হবে, তা তোমরা ধারণাও করনি। আর তাদের নিজেদের আশা ছিল যে, তাদের (শক্ত) দূর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু তাদের প্রতি আল্লাহ'র শাস্তি এমন দিক থেকে এসে পড়ল, যা ছিল তাদের কল্পনার অতীত এবং তা তাদের অন্তরসমূহে ভীতির সঞ্চার করল। তারা নিজ হাতে এবং মুমিনদের হাতেও তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে ফেলল। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা! (এই ঘটনা থেকে) তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

وَلَوْ لَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ

আল্লাহ যদি তাদের ভাগ্যে নির্বাসন লিপিবদ্ধ না করতেন, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি প্রদান করতেন; আর আখিরাতে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি তো আছে-ই।

তা এই জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। আর যে-ই আল্লাহ'র বিরুদ্ধাচারণ করবে; আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

যে খেজুর গাছগুলো তোমরা কেটে ফেলেছিলে কিংবা যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির থাকতে দিয়েছিলে, তা ছিল আল্লাহর-ই অনুমতিক্রমে। তা এইজন্য যে, আল্লাহ পাপিষ্ঠদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। – আয়াত ঃ ১–৫

মালে ফায়-এর শরয়ী বিধান

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাদের (বনু নাযীর-এর ইহুদীদের) নিকট থেকে যে ফায় (যুদ্ধ ব্যতীত হস্তগত সম্পদ) দান করেছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ শক্তিমান।

আল্লাহ পল্লীবাসীদের যেসব মালিকানা তাঁর রাসূলকে দান করলেন, তার মালিকানা আল্লাহ'র রাসূলের, রাসূলের স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরদের। যাতে এই সম্পদ (শুধু)

لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

তোমাদের বিত্তশালীদের মাঝে-ই আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয়, তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে, তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

(আর এই সম্পদ) মুহাজির দরিদ্রদের হক, যারা আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় আপন বাড়ি-ঘর ও সহায়-সম্পদ থেকে উৎখাত হয়েছে এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারা-ই তো সত্যাশ্রয়ী।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

আর (এই সম্পদের অধিকারী তারাও) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে; (অর্থাৎ মদীনার আনসারগণ) তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদের যা দেয়া হয়েছে, তার জন্য অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না এবং তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত রাখে, তারা-ই সফলকাম।

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

আর (এই সম্পদে তাদেরও হক আছে) যারা তাদের পরে এসেছে। যারা বলে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকে ক্ষমা করুন, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তর মুমিনদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ রাখবে না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়াময়; পরম দয়ালু। – আয়াত ঃ ৬-১১

ইমাম মালিক (রহঃ) এ আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন, যারা সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাদের জন্য মালে ফায়-এর হক নেই।

গায্ওয়া বনু নাযীরে মুনাফিকদের ভূমিকা

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَانُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ انهم لَكٰذِبُوْنَ

তুমি কি সেই মুনাফিকদের দেখনি, যারা তাদের কিতাবী কাফির ভাইদেরকে বলেছে, যদি তোমাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে তোমাদের সঙ্গে আমরাও বেরিয়ে যাব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না আর কেউ যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাহায্য করব। আল্লাহ সাক্ষী, নিশ্চয় নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَايَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَايَنْصُرُوْنَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَايُنْصَرُوْنَ

আসলে কিন্তু যদি তারা (ইহুদীরা) বহিষ্কৃত হয়, ওরা (মুনাফিকরা) তাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করবে না এবং তারা আক্রান্ত হলে, ওরা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। আর সাহায্য করতে আসেও যদি অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, তারপর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّايَفْقَهُوْنَ

বস্তুত তাদের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা তোমরা-ই অধিকতর ভয়ংকর; তা এই জন্য যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

لَايُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِىْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ جُدُرٍ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ

তারা একত্রিত হয়েও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তবে পারবে কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে কিংবা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থেকে। তাদের পরস্পরের সংঘাত প্রচন্ড।

تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ

তুমি ভাব তারা ঐক্যবদ্ধ; কিন্তু তাদের অন্তর (একে অপর থেকে) বিক্ষিপ্ত। তার কারণ, তারা একটি নির্বোধ সম্প্রদায়।

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

(তাদের অবস্থা) ঐসব লোকদের ন্যায়, যারা এই একটু আগে গত হয়েছে। যারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে। আর এদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

এরা শয়তানের ন্যায়। শয়তান মানুষকে বলে, কুফরী কর। তারপর মানুষ যখন কুফরী করে, তখন বলে, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই; আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ

পরিণতিতে তারা উভয় দলই জাহান্নামে গেল, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। জালিমদের কর্মফল এমন-ই হয়ে থাকে। – আয়াত ঃ ১১-১৭

সূরা মুমতাহিনা

এ সূরায় জিহাদ বিষয়ক আয়াত সংখ্যা– ৯

মক্কার মুশরিকদের ব্যাপারে কতিপয় বিশেষ আইন ঃ সত্যিকার মুজাহিদ হলে তোমরা সেইসব বিধান পালন করে চল

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ مَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ

হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না যে, তোমরা তাদের নিকট বন্ধুত্বের পয়গাম পাঠাতে শুরু কর। অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা তারা প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে এ কারণে ঘর ছাড়া করেছে যে, তোমরা ঈমান রাখ তোমাদের রব আল্লাহ'র প্রতি। তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ করার ও আমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে (ঘর থেকে) বের হয়ে থাক, তাহলে কেন তোমরা চুপি চুপি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তোমরা যা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর, সবই আমি জানি। তোমাদের যে লোক এ কাজ করল, সে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল।

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَاءً وَّيَبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ

তারা যদি তোমাদেরকে কাবু করতে পারে, তাহলে তারা তোমাদের শত্রুতে পরিণত হবে এবং হাত ও জিহ্বা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ঠ সাধন করতে শুরু করবে। আর তারা কামনা করবে যে, তোমরা কাফির হয়ে যাও।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোন উপকার করবে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সব দেখেন।

হিজরতের অষ্টম বছরে নবীজী (সাঃ) মক্কা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সে লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে বিষয়টি গোপন রাখেন। হাতিব ইবনে আবু বালতাআ নামক এক বদরী সাহাবীর পরিবার-পরিজন তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তিনি তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে মক্কাবাসীদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই মক্কা অভিযানের সংবাদ জানিয়ে দেয়ার মনস্থ করেন এবং এই মর্মে গোপনে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, রাসূল (সাঃ) বিজয় তো পাবেনই। পাশাপাশি আমি যদি মক্কাবাসীদের কিছু উপকার করতে পারি আর এই উসিলায় তারা আমার পরিবার-পরিজনের ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকে, তাহলে দোষ কি! কিন্তু নবীজী (সাঃ) যথাসময়ে অভিযান চালিয়ে এই পত্র উদ্ধার করে ফেলেন। পরে হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতাআর তাওবাও কবুল করা হয়। উল্লেখিত আয়াতসমূহ এবং পরের কয়েকটি আয়াতে এ ঘটনার কথা উল্লেখ করে মুসলমানদের সাবধান করা হয়েছে।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ

তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলল, তোমাদের সঙ্গে আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে (শিরক ও কুফরকে) অস্বীকার করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ স্পষ্ট হয়ে গেল, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ'র প্রতি ঈমান আনবে। তবে ব্যতিক্রম শুধু পিতার প্রতি ইবরাহীম-এর উক্তি যে, আমি অবশ্যই অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব

وَمَا اَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

এবং আপনার ব্যাপারে আমি আল্লাহ'র নিকট কোন অধিকার রাখি না। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই উপর ভরসা করলাম, আপনারই প্রতি মনোনিবেশ করলাম এবং প্রত্যাবর্তনও তো আপনারই নিকট।

رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের পীড়নের পাত্রে পরিণত করবেন না। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

তোমরা যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখ, তাদের জন্য সেইসব লোকদের মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। আর যে (আল্লাহর বিধান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আশা করা যায় যে, আল্লাহ তোমাদের এবং যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমতাবান, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

لَايَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন।

إِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ
الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ
وَاَخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا
عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ
يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

আল্লাহ তোমাদেরকে কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করেছে এবং যারা তোমাদের উচ্ছেদ কর্মে সাহায্য করেছে। এইসব লোকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারাই জালিম।

– আয়াত ঃ ১-৯

সূরা আস-সফ

এ সূরায় জিহাদ বিষয়ক আয়াত সংখ্যা ১০

আল্লাহ'র নিকট প্রিয় আমল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ'র পবিত্রতা ঘোষণা করে; তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কেন বল, যা তোমরা কর না? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ'র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।

যারা সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত আল্লাহ'র পথে লড়াই করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। – আয়াত ঃ ১–৩

একদিন কতিপয় সাহাবী একত্রিত হয়ে বলাবলি করতে শুরু করলেন, যদি জানতে পারতাম যে, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি, তাহলে আমরা সে আমল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারতাম। সে সময়ে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়, যাতে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয়তম আমল হল 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'। যারা সীসাঢালা প্রাচীরের মত শক্তপায়ে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদেরকে অধিক ভালবাসেন।

এই দ্বীন বিজয়ী হওয়ার জন্য এসেছে

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

তারা আল্লাহর নূর মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে ফেলতে চায়, আর আল্লাহ তার নূরকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেনই; যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

আল্লাহই তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ তাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য প্রেরণ করেছেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

জিহাদ একটি লাভজনক ব্যবসা ঃ তার মুনাফা উভয় জগতেই পাওয়া যাবে ঃ তোমরা মুমিনদের সাহায্যকারী হও

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

(তাহল এই যে) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখবে, নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ'র পথে জিহাদ করবে। এটি তোমাদের জন্য অধিক উত্তম, যদি তোমাদের বুঝ থাকে।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

(যখন তোমরা এমনটি করবে, তখন) আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত, আর স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসস্থানে। এটি-ই মহাসাফল্য।

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

আর (আমি তোমাদেরকে) আরো একটি বস্তু দান করব, যা হবে তোমাদের পছন্দনীয়। তাহল আল্লাহ'র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। তুমি ঈমানওয়ালাদের সুসংবাদ দাও।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ'র (দ্বীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন মরিয়মের পুত্র ঈসা তার সহচরদেরকে বলেছিল, আল্লাহ'র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? সহচররা বলল, আমরাই আল্লাহ'র (দ্বীনের) সাহায্যকারী। তারপর বনী ইসরাইলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফরী করল। আমি মুমিনদেরকে তাদের শত্রুর মোকাবেলায় শক্তিশালী করলাম; ফলে তারা জয়ী হল।

– আয়াত ঃ ১০–১৪

সূরা তাহরীম

এ সূরায় জিহাদ সম্পর্কীয় আয়াত সংখ্যা - ১

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ও কঠোর হওয়ার নির্দেশ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

হে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন কর। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। জাহান্নাম কত নিকৃষ্টতম আবাসস্থল! – আয়াত ঃ ৯

সূরা আদিয়াত

এ সূরায় জিহাদ বিষয়ক আয়াত সংখ্যা ৬

মহান আল্লাহ'র মুজাহিদদের ঘোড়ার শপথ

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا

উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান ঘোড়াসমূহের শপথ,

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا

যারা ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণ করে।

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا

আর প্রভাতকালে অভিযানে বেরিয়ে পড়ে

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا

এবং সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে,

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا

তারপর শত্রুদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ

নিশ্চয় মানুষ তার রব-এর প্রতি অকৃতজ্ঞ।

– আয়াত ঃ ১–৬

শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ পাক জিহাদের বাহনের শপথ করেছেন। এমতাবস্থায় জিহাদ অপেক্ষা উত্তম আর এমন কোন্ আমল আছে, যার জন্য মুমিন জান-মাল কুরবান করতে পারে?

সূরা নাস্‌র

এ সূরায় জিহাদ সম্পর্কীয় আয়াত সংখ্যা ৩

বিজয়ের পর মুজাহিদদের করণীয় কী?

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ

যখন আল্লাহ'র সাহায্য ও (মক্কা) বিজয় এসে পড়বে

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا

এবং তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

এবার তুমি তোমার রব-এর স্বপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তার নিকট ক্ষমা চাও। তিনি তাওবা কবুলকারী। – আয়াত ঃ ১-৩

সমাপ্ত

আল-কুরআনে জিহাদ বিষয়ক আয়াত সমূহের সূরা ভিত্তিক তালিকা

সূরা বাকারা

১৫৪	১৭৭	১৯০	১৯১	১৯২	১৯৩	১৯৪	১৯৫
২১৬	২১৭	২১৮	২৪৩	২৪৪	২৪৫	২৪৬	২৪৭
২৪৮	২৪৯	২৫০	২৫১	২৫২	২৬১	২৬২	২৭৩
২৮২							

মোট ২৫

সূরা আলে ইমরান

১২	১৩	১১০	১১১	১১২	১১৮	১১৯	১২০
১২১	১২২	১২৩	১২৪	১২৫	১২৬	১২৭	১২৮
১২৯	১৩৯	১৪০	১৪১	১৪২	১৪৩	১৪৪	১৪৫
১৪৬	১৪৭	১৪৮	১৪৯	১৫০	১৫১	১৫২	১৫৩
১৫৪	১৫৫	১৫৬	১৫৭	১৫৮	১৫৯	১৬০	১৬১
১৬২	১৬৩	১৬৫	১৬৬	১৬৭	১৬৮	১৬৯	১৭০
১৭১	১৭২	১৭৩	১৭৪	১৭৫	১৯৫	২০০	

মোট ৫৫

সূরা নিসা

৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬
৭৭	৭৮	৮৩	৮৪	৮৮	৮৯	৯০	৯১
৯৪	৯৫	৯৬	১০১	১০২	১০৩	১০৪	১৪১

মোট ২৪

সূরা মায়েদা

১১	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
৩৫	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	

মোট ১৫

সূরা আনফাল

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১
৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯
৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭
৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫
৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩
৭৪	৭৫						

মোট ৬৬

সূরা তাওবা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
২৭	২৮	২৯	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬
৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫
৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩
৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৭১
৭৩	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭
৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫
৯৬	১০৭	১০৮	১০৯	১১০	১১১	১১৭	১১৮
১১৯	১২০	১২১	১২২	১২৩			মোট ৮৫

সূরা হাজ্জ

৩৮	৩৯	৪০	৪১	৫৮	৫৯	৬০	৭৮
							মোট ৮

সূরা নূর

৫৩	৬২	মোট ২

সূরা আহযাব

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪

২৫ ২৬ ২৭ ৬০ ৬১ ৬২

মোট ২২

সূরা মুহাম্মদ

৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

২০ ২১ ২২ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮

২৯ ৩০ ৩১ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮

মোট ২৩

সূরা ফাতহ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪

২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯

মোট ২৯

সূরা হুজুরাত

৬ ৯ ১০ ১৫ মোট ৪

সূরা হাদীদ

৯ ১০ ১৯ ২৫ মোট ৪

সূরা মুজাদালা

২০ ২১ ২২ মোট ৩

সূরা হাশর

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

১৭ মোট ১৭

সূরা মুমতাহিনা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

৯ মোট ৯

সূরা সফ

১ ২ ৩ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩ ১৪ মোট ১০

সূরা তাহরীম

৯

মোট ১

সূরা আদিয়াত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

মোট ৬

সূরা নাসর

১ ২ ৩

মোট ৩

সর্বমোট ৪১১

আবাবীল পাবলিকেশন্স